Jai
Bajrangbali Ki

ফর্দ্দমালা

সিদ্ধি, সিঁন্দূর, তিল, হরিতকী, পঞ্চশস্য, শ্বেতসরিষা, মাসকলাই, ধূপ, ধূনা, গুগ্‌গুল, গব্যঘৃত, মধু, দধি, দুগ্ধ, গোময়, গোমূত্র, পঞ্চপল্লব, ঘট, তিরকাঠি, কার্পাসতুলা, হলুদ সূতা, চেলী, সশীষ ডাব, ফল ফলাদি, পাকা কলা, সবরি কলা, সুমিষ্ট ফল, পান, সুপারী, মিষ্টদ্রব্য, আসনোঙ্গুরীয়, বরণোঙ্গুরীয়, রজতাসন, মধুপর্কের বাটী, পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চরত্ন, আম্রপল্লব, থালা, গ্লাস, বাটী, নবগ্রহ সমিধ, বিল্বপত্র, যজ্ঞসমিধ, বিল্বকাষ্ঠ, পাটকাঠি, বালি, আজ্যস্থালী, হনুমানের ধুতি, রামচন্দ্র ও সীতার বস্ত্র, হোমের গামছা, ঘটের গামছা, কুচা নৈবেদ্য, পঞ্চদেবতার নৈবেদ্য, প্রধান একটি নৈবেদ্য, রাম-সীতার নৈবেদ্য, পুষ্প, পুষ্পমাল্য, দূর্ব্বা, তুলসী, বিল্বপত্র, আসন, চন্দন, কোশাকুশী, তাম্রকুণ্ড, ঘণ্টা, চামোর, গঙ্গাজল ও শঙ্খ।

সঙ্কটমোচন

শ্রীশ্রীহনুমানজীর পূজা পদ্ধতি

★ **গঙ্গাবারি অভ্যুক্ষণ ঃ—**

মন্ত্র ঃ

ওঁ বিষ্ণু পাদার্ঘ্য সম্ভূতে গঙ্গে ত্রিপথগামিনি।
ধর্ম্মদ্রবীতি বিখ্যাতে পাপং মে হরজাহ্নবী॥
শ্রদ্ধয়া ভক্তি সম্পন্নে শ্রীমাতর্দেবী জাহ্নবী।
অমৃতে নাম্বুনা দেবি ভাগীরথি পুনীহি মাম্॥
ওঁ গাং গঙ্গেতি যো ব্রুয়াদ্ যোজনানাং শতেরপি সূচ্যতে।
সর্ব্ব পাপেভ্যঃ বিষ্ণুলোকঃ স গচ্ছতি॥
ওঁ গঙ্গা, ওঁ গঙ্গা, ওঁ গঙ্গা। (তিনবার মাথায় গঙ্গাজল সেচন করিবেন)।

গঙ্গা প্রণাম ঃ

ওঁ সদ্যঃ পাতকঃ সংহন্ত্রী সদ্য দুঃখ বিনাশিনী।
সুখদা মোক্ষদা গঙ্গা গঙ্গেব পরমা গতি॥

★ তিলক ধারণ ঃ—

চন্দনেন ঃ

ওঁ কান্তিং লক্ষ্মীং ধৃতিং সৌখ্যং সৌভাগ্যমতুলং মম।
দদাতু চন্দনং নিত্যং সততং ধারয়াম্যহম॥

তিলকেন ঃ

ওঁ কেশবানন্ত গোবিন্দ বরাহ পুরুষোত্তম।
পুণ্যং যশস্যমায়ুষ্যং তিলকং মে প্রসীদতু॥

শিখাবন্ধন ঃ

বিপ্রগণেরা কেবলমাত্র গায়ত্রী পাঠ করিতে করিতে শিখাবন্ধন করিবেন।

স্ত্রী ও শূদ্রের শিখাবন্ধন মন্ত্র ঃ

নমো ব্রহ্মবাণী সহস্রাণি শিববাণী শতানি চ।
বিষ্ণোর্নাম সহস্রেণ শিখাবন্ধং করোমাহম্॥

শিখামোচন ঃ সকলেই নিম্ন মন্ত্রে শিখামোচন করিবেন—

ওঁ গচ্ছন্তু সকলাদেবা ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরাঃ।
তিষ্ঠত্বত্রাচলা লক্ষ্মীঃ শিখামোচনং করোম্যহম্॥

অঙ্গুরীয়ক ধারণ ঃ

নিত্যপূজায় অঙ্গুরীয়ক ধারণ সম্ভব না হলেও বিশেষ বিশেষ পূজায় স্বর্ণ, রজত বা কুশাঙ্গুরীয় ধারণ কর্তব্য ॥

আচমন ঃ দক্ষিণ হস্ত গোকর্ণাকৃতি করে তিনবার জল নিঃশব্দে পান করিতে হয়—

১। ওঁ বিষ্ণুঃ, ২। ওঁ বিষ্ণুঃ, ৩। ওঁ বিষ্ণুঃ [শূদ্রপক্ষে নমঃ পাঠ্য]।

হস্ত ধৌত করিয়া—

অঙ্গুষ্ঠ মূল দিয়া ওষ্ঠদ্বয় দুইবার মার্জন, অতঃপর অষ্টাঙ্গ স্পর্শ করিবেন—

(১) ওষ্ঠাধর—তর্জ্জনী, মধ্যমা, অনামিকা দ্বারা। (২) মুখ—তর্জ্জনী, মধ্যমা, অনামিকা দ্বারা। (৩) নারারন্ধ্রদ্বয়—অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী দ্বারা। (৪) নেত্রদ্বয় ও কর্ণদ্বয়—অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা। (৫) নাভি—অঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠা দ্বারা। (৬) হাত ধুয়ে করতল দিয়ে হৃদয়। (৭) সব আঙ্গুল দ্বারা মাথা ও বাহুদ্বয় স্পর্শ করিতে হয়।

★ বিষ্ণুস্মরণ ঃ

ওঁ তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততম্॥ [স্ত্রী ও শূদ্রের অপাঠ্য]।

কৃতাঞ্জলি ঃ ওঁ অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপি বা। যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং সবাহ্য অভ্যন্তরঃ শুচিঃ॥ ওঁ সর্ব্ব মঙ্গল মঙ্গল্যং বরেণ্যং বরদং শুভম্। নারায়ণং নমস্কৃত্য সবকর্ম্মানি

কারয়েৎ।। ওঁ শঙ্খচক্র ধরং বিষ্ণুং দ্বিভুজং পীতবাসসম্। প্রারম্ভে কর্ম্মণাং বিপ্রঃ পুণ্ডরীকং স্মরেদ্ধরিম্।। ওঁ মাধবো মাধবো বাচি মাধবো মাধবো হৃদি। স্মরন্তি মাধবঃ সর্ব্বে সর্ব্ব কার্যেষু মাধবঃ। ওঁ শ্রীমাধবঃ, ওঁ শ্রীমাধবঃ, ওঁ শ্রীমাধবঃ।।

সামান্যার্ঘ্য স্থাপন ঃ কোশার বামে একটি ত্রিকোণ মণ্ডল (△) অঙ্কন করিয়া তার উপরে পুষ্প দিবেন। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আধার শক্তয়ে নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ কুর্ম্মায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ পৃথিবৈ নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ অনন্তায় নমঃ। 'ওঁ অস্ত্রায় ফট্' মন্ত্রে কোশা স্থাপন করিবেন। এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ গঙ্গাদি তীর্থেভ্যো নমঃ। অতঃপর অর্ঘ্য সাজাইবেন নিম্ন মন্ত্রে—

এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশ কলাত্মনে নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শ কলাত্মনে নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ মং বহ্নি মণ্ডলায় দশ কলাত্মনে নমঃ।

তদুপরি ধেনুমুদ্রা, যোনিমুদ্রা, অবগুণ্ঠন মুদ্রা প্রদর্শন করিয়া অঙ্কুশ মুদ্রায় জলশুদ্ধি করিবেন।

ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি। নর্ম্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু। মৎস্যমুদ্রায় আচ্ছাদন করিয়া ওঁ বা গাং মন্ত্র ১০ বার জপ করিবেন।

আসন শুদ্ধি ঃ আসনের সামনে ডানদিকের তলায় জল দিয়ে একটি ত্রিকোণ মণ্ডল তার বাহিরে বৃত্ত ও একটি চতুষ্কোণ করিয়া ⊡ পুষ্প দিবেন।

এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আধারশক্তয়ে কমলাসনায় নমঃ। ডান হাত দিয়ে ধরে মন্ত্র পাঠ করিবেন।

বিনিয়োগঃ।

ওঁ অস্যাসন মন্ত্রস্য মেরুপৃষ্ঠ ঋষিঃ সুতলং ছন্দঃ কূর্মো দেবতা আসনোপবেশনে বিনিয়োগঃ।

কৃতাঞ্জলি ঃ ওঁ পৃথ্বি ত্বয়া ধৃতা লোকা দেবি ত্বং বিষ্ণুণা ধৃতা। তঞ্চ ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রর কুরু চাসনম্॥

বামে ঃ ওঁ গুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরম গুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরাপর গুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরমেষ্ঠি গুরুভ্যো নমঃ।

দক্ষিণে ঃ ওঁ সর্ব্ববিঘ্ন বিনাশায় গণেশায় নমঃ।

পৃষ্ঠে ঃ ওঁ ক্ষাং ক্ষেত্রপালায় নমঃ।

ঊর্দ্ধে ঃ ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ।

অধে ঃ ওঁ অনন্তায় নমঃ।

সম্মুখে ঃ ওঁ পবনপুত্র শ্রীরামভক্ত হনুমানায় নমঃ।

গন্ধাদি অর্চ্চনা ঃ ওঁ বং এতেভ্যো গন্ধাদিভ্যো নমঃ—এই মন্ত্রে পুষ্পপাত্রে ১ বার জলের ছিটা দিয়ে পুষ্প দিবেন।

এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতেভ্যো গন্ধাদিভ্যো নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ অধিপতয়ে দেবায় শ্রীবিষ্ণবে নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদানেভ্যো ওঁ নারায়ণাদিভ্যো বা পূজনীয় দেবদেবীভ্যো নমঃ। পুষ্পপাত্রের ফুল চন্দন সহ স্পর্শ করিয়া মন্ত্র পাঠ করিবেন।

পুষ্পশুদ্ধি ঃ ওঁ পুষ্পে পুষ্পে মহাপুষ্পে সুপুষ্পে পুষ্প সম্ভবে। পুষ্প চয়াবকীর্ণে চ হুং ফট্ স্বাহা॥

*করশুদ্ধি ঃ ঐং মন্ত্রে একটি ফুল লইয়া ওঁ মন্ত্রে ঘ্রাণ লইয়া হেসৌ মন্ত্রে দুই হাতে পেষণ করিয়া ফট্ স্বাহা মন্ত্রে ঈশান কোণে নিক্ষেপ করিবেন।

একটি পুষ্প লইয়া ঘণ্টায় প্রদান করিবেন—এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ জয়ধ্বনি মন্ত্র মাতঃ স্বাহা॥

*নারায়ণাদি অর্চ্চনা ঃ নিম্ন মন্ত্রে পুষ্পসমূহ তাম্র কুণ্ডে দিবেন।

এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ নারায়ণায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ শ্রী গুরবে নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আদিত্যাদি নবগ্রহেভ্যো নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ শিবাদি পঞ্চদেবতাভ্যো নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ইন্দ্রাদি দশদিক পালেভ্যো নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ কাল্যাদি দশ মহাবিদ্যাগণেভ্যো নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ মৎস্যাদি দশাবতারেভ্যো নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বাস্তু দেবতাভ্যো নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হনুমানায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ শ্রীরামচন্দ্রায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সর্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সর্বাভ্যো দেবীভ্যো নমঃ।

* সূর্য্যার্ঘ্য ঃ কোশার বামে কুশিতে জল, রক্তচন্দনসহ লাল বা হলুদ ফুল, দুর্ব্বা, আতপ চাল রেখে বাম হস্তে স্পর্শ করে অর্চ্চনা করিবেন।

ওঁ বং এতস্মৈ অর্ঘ্যায় নমঃ (তিনবার জলের ছিটা দিবেন)।

ফুল লইয়া এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বং এতস্মৈ অর্ঘ্যায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ অধিপতয়ে

দেবায় ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ।

এই অর্ঘ্য পাত্রটি মাথায় স্পর্শ করিয়া নিম্ন মন্ত্র পাঠ করিবেন এবং তাম্র কুণ্ডে দিবেন।

ওঁ দিশি দিশি তপনং মহোগ্রতাপনং জ্বলিতে হুতাশন্ দীপ্ততেজসম্। তিথিকরণ মুহূর্ত কালচক্রং দিবস করণং শরণমুপৈমি সূর্যম॥

সামবেদীয় ঃ ওঁ নমো বিবস্বতে ব্রহ্মণ্ ভাস্বতে বিষ্ণু তেজসে। জগৎ সবিত্রে শুচয়ে সবিত্রে কর্মদায়িনে ইদং অর্ঘ্যং ওঁ হ্রাং হ্রীং সঃ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ।

যজুর্বেদীয় ঃ ওঁ এহিসূর্য্য সহস্রাংশো তেজোরাশে জগৎপতে।

অনুকম্পায় মাং ভক্তাং গৃহাণার্ঘ্যং দিবাকরম্। এষঃ অর্ঘ্যঃ ওঁ (নমঃ) শ্রীসূর্য্যায় নমঃ।

সূর্য্য প্রণাম ঃ ওঁ জবা কুসুম সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্। ধ্বান্তারিং সর্ব্ব পাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম॥ ওঁ ভগবতে আরোগ্য দায়কঃ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ। পত্র

গায়ত্রী ও গুরুমন্ত্র জপ ঃ গায়ত্রী মন্ত্র অষ্টাদশ, অষ্টাবিংশতি বা অষ্টোত্তর শত সংখ্যক জপান্তে ইষ্ট মন্ত্র একই রকম জপ করিবেন। জপান্তে হাতে এক গণ্ডুষ জল লইয়া —ওঁ গুহ্যাতি গুহ্য গোপ্ত্রী ত্বং গৃহানাস্মৎ কৃতম্ জপম্। সিদ্ধির্ভবতু মে দেবি তৎপ্রাসাদাৎ সুরেশ্বরি। **[গুরু পুরুষ হইলে গোপ্তরা এবং সুরেশ্বরঃ হইবে]।

*গুরু প্রণাম ঃ ওঁ অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া। চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ (তস্যৈ) শ্রী

গুরবে নমঃ ।। গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণুঃ গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ। গুরুঃ সাক্ষাৎ পরম্ ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ।।

*স্বস্তি বাচন ঃ কুশীতে তণ্ডুল লইয়া—ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ শুভ হনুমান পূজা কর্ম্মনি ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু— ৩ বার পাঠ করিয়া ওঁ পুণ্যাহম্ ওঁ পুণ্যাহম্ ওঁ পুণ্যাহম্—তণ্ডুল তাম্র পাত্রে দিবেন। ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ হনুমান পূজা কর্ম্মনি ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু—৩ বার পাঠ করিয়া ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি—তাম্রকুণ্ডে দিবেন। ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ হনুমান পূজা কর্ম্মনি ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্তু— ৩ বার পাঠ করিয়া ওঁ ঋদ্ধতাম্ ওঁ ঋদ্ধতাম্ ওঁ ঋদ্ধতাম্— তাম্রকুণ্ডে দিবেন। ** (যজুর্বেদীয় ব্রাহ্মণদের ক্ষেত্রে স্বস্তি, পুণ্য, ঋদ্ধি বলিবেন)।

স্বস্তি সূক্ত ঃ সাম ঃ ওঁ সোমং রাজানং বরুণম্ অগ্নি মণ্বারভামহে। আদিত্যং বিষ্ণুং সূর্য্যং ব্রহ্মাণঞ্চ বৃহস্পতিম্। ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি।

যজু ঃ ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি ন পূষা বিশ্ববেদাঃ। স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু। ওঁ গণনাং ত্বা গণপতিগুং হবামহে। ওঁ প্রিয়ণাং ত্বা প্রিয়াপতিগুং হবামহে। ওঁ নিধিনাং ত্বা নিধিপতিগুং হবামহে, বসোমম। ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি।।

তান্ত্রিক ঃ ওঁ হ্রীং হুং স্বস্তি নঃ কাত্যায়নী অপর্ণাশ্রবাঃ হুং স্বস্তি নঃ কালী মেধামৃতময়ী হৌং স্বস্তি নঃ প্রত্যঙ্গিরা দেবতা দধাতু।। ওঁ হুং স্বস্তি ওঁ হুং স্বস্তি ওঁ হুং স্বস্তি।

*সাক্ষ্যমন্ত্র ঃ কৃতাঞ্জলি হয়ে পাঠ করিবেন—ওঁ সূর্য্য সোমো যমঃ কালঃ সন্ধ্যে ভূতান্যহঃ ক্ষমা। পবনো দিকপতি ভূর্মিরাকাশং খচরামরাঃ। ব্রাহ্মং শাসনমাস্থায় কল্পধ্বমিহ সন্নিধিম্। ওঁ তৎসৎ অয়মারম্ভ

শুভায় ভবতু॥

*সংকল্পবাক্য ঃ [কুশীতে জল, তিল, কুশ, হরিতকী বা রম্ভা, পুষ্প, তণ্ডুল, লইয়া পূর্ব্ব বা উত্তরমুখে দক্ষিণ জানু পাতিত করিয়া বামহস্তে কুশী রাখিয়া দক্ষিণ হস্তে আচ্ছাদন করিয়া বাক্য পাঠ করিবেন]। **(গুবাক ন কদাচন)

বিষ্ণুরোম তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুক রাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রী অমুক দেবশর্ম্মা অমুক গোত্রস্য শ্রী অমুক দেবশর্ম্মনঃ (দাসস্য) সর্ব্বাপচ্ছান্তি পূর্ব্বকঃ মনোগতাভীষ্ট সঙ্কট মোচনায় চতুবর্গ সুফল প্রাপ্তি পূর্ব্বক বা শ্রীরামচন্দ্রঃ প্রীতি কামঃ যথাশক্ত্যুপাচারাণাং গণপত্যাদি নানা দেবতা পূজাপূর্ব্বক শ্রীশ্রীহনুমান পূজা কর্ম্মাহং করিষ্যে। (পরার্থে করিষ্যামি) ঈশানকোণে কিঞ্চিৎ ফেলে তাম্রপাত্রে উপুড় করিয়া রাখিবেন।

★ সংকল্প সূক্ত ঃ

সামবেদীয় ঃ ওঁ দেবো বো দ্রবিণোদাঃ পূর্ণাং ব্বিষ্টাসিচম্। উদ্বা সিঞ্চধ্ব মূপ বা পৃণধ্ব মাদিদ্বো দেব ওহতে। ওঁ সংকল্পিতার্থস্য সিদ্ধিরস্তু॥ ওঁ অয়মারম্ভ শুভায় ভবতু। [আতপ তণ্ডুল বিকিরণ করিবেন]।

যজুর্বেদীয় ঃ ওঁ যজ্জাগ্রতো দূরমুদৈতি দৈবং তদুসুপ্তস্য তথৈবৈতি দূরঙ্গমং জ্যোতিষাং জ্যোতিরেকং তন্মে মনঃ শিব সংকল্পমস্তু।। ওঁ অস্য সংকল্পিতার্থস্য সিদ্ধিরস্তু।। ওঁ অয়মারম্ভ শুভায় ভবতু॥

১২ ★ **পঞ্চগব্য শোধন ঃ**

সামবেদীয় ঃ

গোমূত্র ঃ গায়ত্রী পাঠ্য।।

গোময় ঃ ওঁ গাবশ্চিদ্ ঘা সমন্যব, স জাত্যেন মরুতঃ সবন্ধবঃ রিহতে ককুভো মিথঃ।।

দুগ্ধ ঃ ওঁ গব্যো ষুণঃ যথা পুরাশ্বয়োত রথয়া। বরিবস্যা মহোনাম্।।

দধি ঃ ওঁ দধিক্রাব্নো অকারিষং জিষ্ণোরশ্বস্য বাজিনঃ। সুরভি নো মুখা করৎ, প্র ণ আয়ুংষিতারিষৎ।।

ঘৃত ঃ ওঁ ঘৃতবতী ভূবনানামভি শ্রিয়োর্ব্বী, পথ্বী মধু দুঘে সুপেশষা। দ্যাবা পৃথিবী বরুণস্য ধর্ম্মণা, বিষ্কভিতে অজরে ভূরিরেতসা।।

কুশোদক ঃ ওঁ দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনোর্বাহুভ্যাং পুষ্ণো হস্তাভ্যাম্ গৃহ্নামি।।

[অতঃপর গায়ত্রী পাঠপূর্ব্বক একত্রীকরণ করিবেন]

যজুর্বেদীয় ঃ

গোমূত্র ঃ গায়ত্রী পাঠ্য।

গোময় ঃ ওঁ গন্ধদ্বারাং দুরাধর্ষাং নিত্যপুষ্টাং করীষিনীম্। ঈশ্বরীং সর্ব্বভূতানাং ত্বামিহো পহ্বয়ে শ্রিয়ম্।।

দুগ্ধ ঃ ওঁ আপ্যায়স্ব সমেতুতে বিশ্বতঃ সোমবৃষ্ণ্যম্। ভবা বাজস্য সঙ্গথে।।

দুগ্ধ ঃ ওঁ আপ্যায়স্ব সমেতুতে বিশ্বতঃ সোমবৃষ্ণম্। ভবা বাজস্য সঙ্গথে॥

দধি ঃ সামবেদীয় বৎ।

ঘৃত ঃ ওঁ তেজোঽসি শুক্রমস্যঘৃতমসি ধামনামাসি। প্রিয়ং দেবানা মনাধৃষ্টং দেব যজনমসি॥

কুশোদক ঃ ওঁ দেবস্য ত্বা সবিতু প্রসবেঽশ্বিনোর্বাপুভ্যাং পুষ্ণো হস্তাভ্যামাদদে॥

[এককীকরণ—গায়ত্রী পাঠ্য]

*বেদী শোধন ঃ ওঁ বেদ্যাঃ বেদী সমাপ্যতে বর্হিষি বর্হিরিন্দ্রিয়ম্। যুপেন যূপ আপ্যায়তাং প্রণীতো অগ্নিরগ্নিনা॥

*বিতান শোধন ঃ ওঁ ঊর্ধ্ব উ ষু ণ উতয়ে তিষ্ঠ দেবো ন সবিতা। ঊর্ধ্ব বাজস্য সবিতা যথা জ্রভির্বাবস্তি হবয়া মহে॥ [চন্দ্রাতপে ছিটিয়ে দিবেন]

ঘটস্থাপন ঃ

সামবেদীয় ঃ

ভূমি ঃ ওঁ ভূমিঃ অন্তরীক্ষং দ্বৌ দ্বা ভূতায়াঃ।

ধান্য ঃ ওঁ ধানাবন্তং করম্ভিণমপূপবন্ত মুক্‌থিনম্। ইন্দ্র প্রাতঃ জুষস্ব নঃ॥

ঘট ঃ ওঁ আবিশন্ কলশং সুতো বিশ্বা অর্ষণ্ণভিশ্রিয়ঃ। ইন্দুরিন্দ্রায় ধীয়তে॥

জল ঃ ওঁ আ নো মিত্রাবরুণা ঘৃতৈগব্যুতি মুক্ষতং। মধ্বা রজাংসি শুক্রতে॥

পল্লব ঃ ওঁ অয়মূর্জ্জাবতো বৃক্ষ উর্জ্জীব ফলিনী ভব। পর্ণং বনস্পতে লুত্বা লুত্বা চ সূয়তাং রয়িঃ॥

ফল ঃ ওঁ ইন্দ্রং নরো নেমধিতা হবন্তে যৎ পার্য্যা যুনজতে ধিয়স্তাঃ। শূরো নৃযাতা শ্রবসশ্চ কাম। আ গোমতি ব্রজে ভজা ত্বং নঃ।।

পুষ্প ঃ ওঁ পবমান ব্যশ্নু হি রশ্মিভির্ব্বাজসা তমঃ। দধৎ স্তোত্রে সুবীর্য্যম্।।

সিন্দুর ঃ ওঁ সিন্ধোরুচ্ছাসে পতয়ন্তমুক্ষণং হিরণ্যপাবাঃ পশুমপ্সু গৃভ্ণতে।।

স্থিরীকরণ ঃ ওঁ ত্বাবতঃ পুরুবসো বয়মিন্দ্রা প্রণেতঃ। স্মসি স্থাতর্হরীনাং।।

কৃতাঞ্জলি ঃ ওঁ সর্ব্ব তীর্থোৎ ভবং বারি সর্ব্বদেব সমন্বিতম্। ইমং ঘটং সমারুহ্য তিষ্ঠ দেব/ দেবী গণৈঃ সহ ওঁ স্থাং স্থীং স্থিরো ভব।।

ঘটস্থাপন ঃ

যজুর্বেদীয় ঃ

ভূমি ঃ ওঁ ভূরসি ভূমিরস্যদিতিরসি, বিশ্বধায়া বিশ্বস্য ভূবনস্য ধর্ত্রী। পৃথিবীং যচ্ছ, পৃথিবীং দৃহং, পৃথিবীং মা হিংসীঃ।।

ধান্য ঃ ওঁ ধান্যমসি ধিনুহি দেবান্ ধিনুহি যজ্ঞম্। ধিনুহি যজ্ঞপতিং ধিনুহি মাং যজ্ঞন্যম্।

ঘট ঃ ওঁ আ জিঘ্র কলশং মহ্যা ত্বা বিশন্তিন্দবঃ পুনরুর্জ্জা নি বর্ত্তস্ব, সা নঃ সহস্রং ধুক্ষ্ব বারুধারা পয়স্বতী পুনর্ম্মা বিশতাদ্রয়িঃ।।

জল ঃ ওঁ বরুণস্যো স্তম্ভনমসি বরুণস্য স্কম্ভসর্জ্জনী স্থঃ। বরুণস্য ঋতসদন্যসি, বরুণস্য ঋতসদনমসি, বরুণস্য ঋতসদনমাসীদ্।।

পল্লব ঃ ওঁ ধন্বনা গা ধন্বনাজিং জয়েম ধন্বনা তীব্রাঃ সমদ্রো জয়েম। ধনুঃ শত্রোরপকামং

পল্লব ঃ ওঁ ধন্বনা গা ধন্বনাজিং জয়েম, ধন্বনা তীব্রাঃ সমদ্রো জয়েম। ধনুঃ শত্রোরপকামং কৃণোতি, ধন্বনা সর্ব্বা প্রদিশোজয়েম।।

ফল ঃ ওঁ যাঃ ফলিনীর্যা অফলা অপুষ্পা যাশ্চ পুষ্পিনীঃ। বৃহস্পতি প্রসূতা স্তানো সুঞ্চন্ত্বগুং হসঃ।।

সিঁন্দূর ঃ ওঁ সিন্ধোরিব প্রাধ্বনে শূঘনাসো বাত প্রমিয়ঃ পতয়ন্তি যহ্বাঃ। ঘৃতস্য ধারা অরুষো ন বাজী কাষ্ঠা ভিন্দন্নূর্ম্মিভিঃ পিন্বমানঃ।

পুষ্প ঃ ওঁ শ্রীশ্চ তে লক্ষ্মীশ্চ পত্ন্যা অহোরাত্রে পার্শ্বে নক্ষত্রানি রূপ মশ্বিনৌ ব্যত্তম। ইষ্ণন্নিষানামুন্ম ইষাণ, সর্ব্বলোকং ম ইষাণ।

বস্ত্র ঃ ওঁ যুবা সুবাসাঃ পরিবীত আগাৎ স উ শ্রেয়ান্ ভবতি জায়মানঃ। তং ধীরাস কবয় উন্নয়ন্তি স্বাধ্যো মনসাদেবয়ন্তঃ।।

স্থিরীকরণ ঃ ওঁ সর্ব্বতীর্থোৎ ভবং বারি সমন্বিতং। ইমং ঘটং সমারুহ্য তিষ্ঠ দেব/ দেবি গণৈঃ সহ। ওঁ স্থাং স্থীং স্থিরোভব বিড়ঙ্গ আশুর্ভব বাজ্যর্ব্বণ। পৃথুর্ভব সুষদস্তমগ্নেঃ পুরীষবাহনঃ।।

কাণ্ড রোপণ ঃ ওঁ কাঞ্জৎ প্ররোহন্তী পরুষ পরুষপরি। এবানো দূর্ব্বে প্রতনু সহস্রেণ শতেন চ।।

সূত্র বেষ্টন ঃ ওঁ সূত্রমানং পৃথিবীং দ্যামনেহসং সুশর্ম্মানমদিতিং সুপ্রণীতিম্। দেবীং নাবং স্বরিত্রামনাগস মস্রবন্তি মা রুহেমো স্বস্তয়ে।।

দ্বার পূজা ঃ কোশার জল দ্বারা 'ফট' মন্ত্রে দ্বারদেশ অভ্যুক্ষণ পূর্ব্বক আহ্বান করিবেন—ওঁ দ্বারদেবতাদ্বয়ঃ ইহাগচ্ছত, ইহাগচ্ছত, ইহতিষ্ঠত, ইহতিষ্ঠত, ইহসন্নিরুধ্যস্ব ইহসন্নিরুধ্যধ্বম্ অত্রাধিষ্ঠানং কুরুতঃ মম পূজাং গৃহ্ণীত॥

ঊর্দ্ধে—এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ গাং গণেশায় নমঃ। এইক্রমে মধ্যে—ওঁ শ্রী মহালক্ষ্মৈ নমঃ। বামে—ওঁ ঐং সরস্বত্যৈ নমঃ। দক্ষিণে—ওঁ বিঘ্নায় নমঃ, ওঁ গাং গঙ্গায়ৈ নমঃ, ওং যাং যমুনায়ৈ নমঃ। বামশাখায়—ওঁ ক্ষাং ক্ষেত্রপালায় নমঃ, ওঁ অস্ত্রায় নমঃ। অশক্তে পক্ষে—এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ দ্বারদেবতা গণেভ্যঃ নমঃ।

বিঘ্নাপসারণ ঃ মূলমন্ত্র "হং" অথবা "ওঁ" মন্ত্রে দিব্যদৃষ্টি দ্বারা বিঘ্ন ঘটিয়ে 'ওঁ অস্ত্রায় ফট্' মন্ত্রে বামপদের গোড়ালি দ্বারা ভূমিতে তিনবার আঘাত করিবেন।

মাসভক্তবলি ঃ নিজের বামে ত্রিকোণ মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া তদুপরি মৃৎপাত্রে, বিল্বপত্রে বা কদলীপত্রে দধি, মাসকলাই, আতপ তণ্ডুল, ঘৃত একত্র করিয়া—

আহ্বান—ওঁ ভূতাদয়ঃ ইহাগচ্ছত, ইহাগচ্ছত, ইহতিষ্ঠত ইহতিষ্ঠত, ইহসন্নিধ্যত্ত ইহসন্নিরুধ্যধ্বম্। অত্রাধিষ্ঠানং কুরুতঃ মম পূজাং গৃহ্ণীত॥

ওঁ বং এতস্মৈ মাসভক্তবলয়ে নমঃ—এই মন্ত্রে তিনবার প্রোক্ষণ করিবেন।

এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ রং এতস্মৈ মাসভক্তবলয়ে নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে দেবায় শ্রীবিষ্ণবে নমঃ।

এষ মাসভক্তবলিঃ ওঁ ভূতাদিভ্যঃ নমঃ—মন্ত্রে কুশোদক দ্বারা উৎসর্গ করিবেন।

এষ মাসভক্তবলিঃ ওঁ ভূতাদিভ্যঃ নমঃ—মন্ত্রে কুশোদক দ্বারা উৎসর্গ করিবেন।

কৃতাঞ্জলি ঃ ওঁ ভূতাঃ প্রেতাঃ পিশাচাশ্চ যে বসন্তত্র ভূতলে। তে গৃহ্নন্তু ময়াদত্তো বলিরেষঃ প্রসাধিতঃ।। পূজিতা গন্ধপুষ্পাদ্যৈ বলি ভিস্তর্পিতস্তথা। দেশাদস্মাদ্বিনিঃসৃত্য পূজাং পশ্যন্তু মৎকৃতাম।।

এক গণ্ডুষ জল লইয়া—ওঁ ভূতাদয়ঃ ক্ষমধ্বম্।

*ভূতাপসারণ ঃ শ্বেতসরিষা অভাবে আতপ তণ্ডুল লইয়া —ওঁ অপসর্পন্তু তে ভূতাঃ যে ভূতাঃ ভূবিসংস্থিতাঃ। যে ভূতা বিঘ্নকর্তারস্তে নশ্যন্তু শিবাজ্ঞয়া। ওঁ বেতালাশ্চ পিশাচাশ্চ রাক্ষসাশ্চ সরীসৃপাঃ। অপসর্পন্তু তে সর্ব্বে চণ্ডিকাস্ত্রেন/ নারসিংহেন তাড়িতাঃ। ওং ফট্, ওঁ ফট্, ওঁ ফট্—দশদিকে বিকিরণ করিবেন ও তুড়ি ও করতালি দিয়ে ভূতগণকে অপসারণ করিবেন।

*সংক্ষেপ ভূতশুদ্ধি ঃ রং মন্ত্রে চতুর্দিকে জলধারা দিয়ে নিজেকে বহ্নি প্রাচীর বেষ্টিত চিন্তা করিয়া নাসিকাদ্বয় টিপিয়া পাঠ করিবেন।

(১) ওঁ মূলশৃঙ্গাটাচ্ছিরঃ সুষুম্নাপথেন জীবশিবং পরমশিপদে যোজয়ামি স্বাহা।।

(২) ওঁ যং লিঙ্গশরীরং শোষয় শোষয় স্বাহা।।

(৩) ওঁ রং সঙ্কোচ শরীরং দহ দহ স্বাহা।।

(৪) ওঁ পরমশিব সুষুম্নাপথেন মূলশৃঙ্গাট মুল্লসোল্লস জ্বল জ্বল প্রজ্বল প্রজ্বল হংসঃ সোঽহং স্বাহা।।

মাতৃকান্যাস্ ঃ ওঁ অস্য মাতৃকা মন্ত্রস্য ব্রহ্মা ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দোঃ মাতৃকা সরস্বতী দেবতা, হলো বীজানি, স্বরা শক্তয়ো লিপিন্যাসে বিনিয়োগঃ।। পুষ্প দ্বারা স্পর্শ করিবেন।

শিরসি—ওঁ ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ। মুখে—ওঁ গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ। হৃদি—ওঁ মাতৃকা সরস্বত্যৈ নমঃ, গুহ্যে—ওঁ হলেভ্যো বীজেভ্যো নমঃ। পাদয়ো—ওঁ স্বরেভ্যো শক্তিভ্যো নমঃ। সর্ব্বাঙ্গে—ওঁ অব্যক্তায় কীলকায় নমঃ।।

*অন্তমাতৃকান্যাস ঃ ওঁ আধারে লিঙ্গ-নাভৌ হৃদয় সরসিজে তালুমূলে ললাটে। দ্বিপত্রে ষোড়শারে দ্বিদশ-দ্দশদলে দ্বাদশার্দ্ধে চতুষ্কে।। বাসান্তে বালমধ্যে ডফকঠ সহিতে কণ্ঠদেশে স্মরাণাং। হং ক্ষং তত্ত্বার্থযুক্তং সকল দলগতং বর্ণরূপং নমামি।।

কণ্ঠে ঃ ওঁ অং আং ইং ঈং উং ঊং ঋং ৠং ৯ং ৡং ৡং এং ঐং ওং ঔং অং অঃ নমঃ। হৃদয়ে ঃ ওঁ কং খং গং ঘং ঙং চং ছং জং ঝং ঞং টং ঠং নমঃ। নাভৌ ঃ ওঁ ডং ঢং ণং তং থং দং ধং নং পং ফং নমঃ। লিঙ্গমূলে ঃ ওঁ বং ভং মং যং রং লং নমঃ। মূলাধারে ঃ ওঁ বং শং ষং সং নমঃ। ভ্রূমধ্যে ঃ ওঁ হং ক্ষং নমঃ।।

*বাহ্য মাতৃকান্যাস ঃ ওঁ পঞ্চাশল্লিপিভির্বিভক্ত মুখদোঃ পন্মধ্যবক্ষঃ স্থলাম্, ভাস্বম্মৌলি-নিবদ্ধ চন্দ্রশকলামাপীন তুঙ্গস্তনীম্। মুদ্রমক্ষগুণং সুধাঢ্যকলসং বিদ্যাঞ্চ হস্তাম্বুজে, বিভ্রাণাং বিশদ প্রভাং ত্রিনয়নাং বাগদেবতামাশ্রয়ে।।

ললাটে—ওং অং নমঃ, মুখবৃত্তে—ওং আং নমঃ, দক্ষিণ নেত্রে—ওঁ ইং নমঃ, বাম নেত্রে—ওঁ ঈং নমঃ, দক্ষিণ কর্ণে—ওঁ উং নমঃ, বাম কর্ণে—ওঁ ঊং নমঃ, দক্ষিণ নাসা—ওং ঋং নমঃ, বাম নাসা—ওং ৠং নমঃ, দক্ষিণ গণ্ডে—ওঁ ঌং নমঃ, বাম গণ্ডে— ওঁ ৡং নমঃ, ওষ্ঠে—ওঁ এং নমঃ, অধরে—ওঁ ঐং নমঃ, ঊর্ধ্বদন্তে—ওঁ ওং নমঃ, অধোদন্তে—ওং ঔং নমঃ, মস্তকে—ওঁ অং নমঃ, মুখে—ওঁ অঃ নমঃ, দক্ষিণবাহুমূলে—ওঁ কং নমঃ, কূর্পরে—ওঁ খং নমঃ, মণিবন্ধে—ওঁ গং নমঃ, অঙ্গুলিমূলে—ওঁ ঘং নমঃ, অঙ্গুল্যগ্রে—ওঁ ঙং নমঃ, বামবাহুমূলে—ওঁ চং নমঃ, কূর্পরে—ওঁ ছং নমঃ, মণিবন্ধে—ওঁ জং নমঃ, অঙ্গুলিমূলে—ওঁ ঝং নমঃ; অঙ্গুল্যগ্রে—ওঁ ঞং নমঃ, দক্ষিণপাদমূলে—ওঁ টং নমঃ, জালুনি—ওঁ ঠং নমঃ, গুলফে—ওঁ ডং নমঃ, অঙ্গুলি মূলে—ওঁ ঢং নমঃ, অঙ্গুল্যগ্রে—ওঁ ণং নমঃ, বামপাদমূলে—ওঁ তং নমঃ, জালুনি—ওঁ থং নমঃ, গুলফে—ওং দং নমঃ, অঙ্গুলিমূলে—ওঁ ধং নমঃ, অঙ্গুল্যগ্রে—ওঁ নং নমঃ, দক্ষিণ পার্শ্বে—ওঁ পং নমঃ, বামপার্শ্বে—ওঁ ফং নমঃ, পৃষ্ঠে—ওঁ বং নমঃ, নাভৌ—ওঁ ভং নমঃ, জঠরে—ওঁ মং নমঃ, হৃদয়ে—ওঁ যং নমঃ, দক্ষিণ স্কন্ধে—ওঁ রং নমঃ। ককুদি—ওঁ লং নমঃ, বামস্কন্ধে—ওঁ বং নমঃ, হৃদয়াদি দক্ষিণকরাগ্রে—ওঁ শং নমঃ, হৃদয়াদি বামকরাগ্রে—ওঁ ষং নমঃ, হৃদয়াদি দক্ষিণপাদে—ওঁ সং নমঃ, হৃদয়াদি বামপাদে—ওঁ হং নমঃ, হৃদয়াদি উদরে—ওঁ লং নমঃ, হৃদয়াদি মুখে—ওঁ ক্ষং নমঃ।

*সংহার মাতৃকান্যাস ঃ ওঁ অক্ষস্রজং হরিণপোতমৃদগ্রটঙ্কং, বিদ্যাং করৈরবিরতং দধতীং ত্রিনেত্রাম্।

অর্দ্ধেন্দু মৌলিমরুনামরবিন্দবাসাং, বর্ণেশ্বরীম্ প্রণমতস্তনভারনম্রাম্॥

হৃদয়াদি মুখে—ওঁ ক্ষং নমঃ, হৃদয়াদি জঠরে—ওঁ লং নমঃ, হৃদয়াদি বামপাদে—ওঁ হং নমঃ, হযদয়াদি দক্ষিণপাদে—ওঁ সং নমঃ, হৃদয়াদি বামকরাগ্রে—ওঁ ষং নমঃ, হৃদয়াদি দক্ষিণকরাগ্রে—ওঁ শং নমঃ, বামস্কন্ধে—ওঁ বং নমঃ, ককুদি—ওঁ লং নমঃ, দক্ষিণ স্কন্ধে—ওঁ রং নমঃ, হৃদয়ে—ওঁ যং নমঃ, উদরে—ওঁ মং নমঃ, নাভৌ—ওঁ ভং নমঃ, পৃষ্ঠে—ওঁ বং নমঃ, বামপার্শে—ওঁ ফং নমঃ, দক্ষিণ পার্শ্বে—ওঁ পং নমঃ, বামপাদাঙ্গুল্যগ্রে—ওঁ নং নমঃ, অঙ্গুলিমূলে—ওঁ ধং নমঃ, গুলফে—ওঁ দং নমঃ, জালুনি—ওঁ থং নমঃ, পাদমূলে—ওঁ তং নমঃ, দক্ষিণপাদাঙ্গুল্যগ্রে—ওঁ নং নমঃ, অঙ্গুলিমূলে—ওঁ ঢং নমঃ, গুলফে—ওঁ ডং নমঃ, জালুনি—ওঁ ঠং নমঃ, পাদমূলে—ওঁ টং নমঃ, বামকরাঙ্গুল্যগ্রে—ওঁ ঞং নমঃ, অঙ্গুলিমূলে—ওঁ ঝং নমঃ, মণিবন্ধে—ওঁ জং নমঃ, কূর্পরে—ওঁ ছং নমঃ, বাহুমূলে—ওঁ ঢং নমঃ, দক্ষিণকরাঙ্গুল্যগ্রে—ওঁ ঙং নমঃ, অঙ্গুলিমূলে—ওঁ ঘং নমঃ, মণিবন্ধে—ওঁ গং নমঃ, কূর্পরে—ওঁ খং নমঃ, বাহুমূলে—ওঁ কং নমঃ, মুখে—ওঁ অঃ নমঃ, মস্তকে—ওঁ অং নমঃ, অধোদন্ত—ওঁ ঔং নমঃ, উর্ধ্বদন্ত—ওঁ ওং নমঃ, অধরে—ওঁ ঐং নমঃ, ওষ্ঠে—ওঁ এং নমঃ, বামগণ্ডে—ওঁ ৡং নমঃ, দক্ষিণগণ্ডে—ওঁ ঌং নমঃ, বামনাসা—ওঁ ৠং নমঃ, দক্ষিণ নাসা—ওঁ ঋং নমঃ, বামকর্ণে—ওঁ ঊং নমঃ, দক্ষিণকর্ণে—ওঁ উং নমঃ, বামনেত্রে—ওঁ ঈং নমঃ, দক্ষিণনেত্রে—ওঁ ইং নমঃ, মুখে—ওঁ আং নমঃ, ললাটে—ওঁ অং নমঃ।

*প্রাণায়াম ঃ দক্ষিণ নাসাপুট রুদ্ধ করিয়া মূলমন্ত্র ১৬ বার জপ দ্বারা বায়ুপূরণ, উভয় নাসাপুট রুদ্ধ করিয়া মূলমন্ত্র ৬৪ বার জপ দ্বারা কুম্ভক, দক্ষিণ নাসাপুট হইতে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ তুলিয়া মূলমন্ত্র ৩২ বার জপ করিতে করিতে বায়ুত্যাগ অর্থাৎ রেচক করিবেন।

বিপরীতক্রমে ঃ বামনাসাপুট রুদ্ধ করিয়া ১৬ বার জপ করিতে করিতে পূরক, উভয় নাসাপুট রুদ্ধ করিয়া ৬৪ বার জপ করিতে করিতে কুম্ভক, বামনাসাপুট ছাড়িয়া ৩২ বার জপ করিতে করিতে রেচক করিবেন।

পুনরায় ঃ প্রথমবারের ন্যায় মূলমন্ত্র ১৬ বারে পূরক, ৬৪ বারে কুম্ভক, ৩২ বারে রেচক করিবেন। এইরূপ তিনবার করিলে একবার প্রাণায়াম হয়।

অসমর্থে পক্ষে ৮ = ৩২ = ১৬ এক্ষেত্রে অসমর্থ হলে ৪ = ১৬ = ৮ বার করিবেন।

পীঠন্যাস ঃ

হৃদয়ে ঃ ওঁ আধার শক্তয়ে নমঃ, ওঁ কূর্মায় নমঃ, ওঁ অনন্তায় নমঃ, ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ, ওঁ ক্ষীরসমুদ্রায় নমঃ, ওঁ শ্বেতদ্বীপায় নমঃ, ওঁ মণিমণ্ডপায় নমঃ, ওঁ কল্পবৃক্ষায় নমঃ, ওঁ রত্নবেদিকায়ৈ নমঃ, ও রত্নসিংহাসনায় নমঃ।

দক্ষিণ বাহুমূলে—ওঁ ধর্মায় নমঃ, বাম বাহুমূলে—ওঁ জ্ঞানায় নমঃ, বাম উরুমূলে—ওঁ বৈরাগ্যায় নমঃ, দক্ষিণ উরুমূলে—ওঁ ঐশ্বর্য্যায় নমঃ, মুখে—ওঁ অধর্মায় নমঃ, বামপার্শ্বে—ওঁ অজ্ঞানায় নমঃ,

নাভৌ—ওঁ অবৈরাগ্যায় নমঃ, দক্ষিণপার্শ্বে—ওঁ অনৈশ্বর্য্যায় নমঃ।

পূর্ণ হৃদয়ে ঃ ওঁ শেষায় নমঃ, ওঁ পদ্মায় নমঃ, ওঁ অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ, ওঁ উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ, ওঁ মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ, ওঁ সং সত্ত্বায় নমঃ, ওঁ রং রজসে নমঃ, ওং তং তমসে নমঃ, ওং আং আত্মনে নমঃ, ওং অং অন্তরাত্মনে নমঃ, ওঁ পং পরমাত্মনে নমঃ, ও হ্রীং জ্ঞানাত্মনে নমঃ, ওঁ পীঠশক্তিভ্যো নমঃ, ওঁ পীঠ মনবে নমঃ।।

*অঙ্গন্যাস ঃ আং হৃদয়ায় নমঃ. ইং শিরসে স্বাহা, ওঁ উং শিখায়ৈ বষট্ ওঁ ঐং কবচায় হুং, ঔং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। ও অঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায় ফট্।।

*করন্যাস ঃ আং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাম্ নমঃ, ইং তর্জ্জনীভ্যাম্ স্বাহা, উং মধ্যমাভ্যাম্ বষট্, ওঁ ঐং অনামিকাভ্যাম্ হুং, ঔং কনিষ্ঠাভ্যাম্ বৌষট্, ওঁ অঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায় ফট্।।

*ব্যাপকন্যাস ঃ মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে দুই করতল দিয়া মস্তক হইতে পাদ, পাদ হইতে মস্তক, মস্তক হইতে পাদ পর্যন্ত অন্ততঃ ৭/৫/৩ বার স্পর্শ করিলে ব্যাপকন্যাস হয়।

*ঋষ্যাদিন্যাস ঃ মস্তকে—ওঁ ঋষয়ে নমঃ, মুখে—ওঁ ছন্দসে নমঃ, হৃদয়ে—হনুমানঃ দেবতায় নমঃ। ওঁ মম সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধার্থে শ্রীশ্রীহনুমান পূজনে বিনিয়োগঃ।

*বিশেষার্ঘ্য ঃ নিজের বামদিকে জল দিয়া ত্রিকোণমণ্ডল, তাহার বাহিরে বৃত্ত এবং তার চারদিকে চতুষ্কোণ মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া তার উপরে ত্রিপাদিকা স্থাপন করিবেন—এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ

আধারশক্তয়ে নমঃ, এইভাবে, —ওঁ অনন্তায় নমঃ, ওঁ কূর্মায় নমঃ, ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ। এই পূজা করিয়া 'অস্ত্রায় ফট্' মন্ত্রে ত্রিপাদিকা ও শঙ্খ ধৌত করে মণ্ডলের উপর স্থাপন করিবেন। বিলোম মাতৃকা পাঠ করিতে জল দিয়ে শঙ্খ তিনভাগ পূর্ণ করিবেন।

যথা ঃ ওঁ ক্ষং হং সং ষং শং বং লং রং যং মং ভং বং ফং পং নং ধং দং থং তং ণং ঢং ডং ঠং টং ঞং ঝং জং ছং চং ঙং ঘং গং খং কং অঃ অং ঔং ওং ঐং এং ৯ং ৯ং ঋৃং ঋং ঊং উং ঈং ইং আং অঃ নমঃ।

দূর্বা, আতপ চাউল, ফুলবিল্বপত্রাদি অর্ঘ্য, সাজাইবেন।

মন্ত্র ঃ এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ।

অঙ্কুশ মুদ্রায় ঃ ওং গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি। নর্ম্মদে সিন্ধু কাবেরি জলে অস্মিন সন্নিধং কুরু।। অবগুণ্ঠন মুদ্রা, গালিনীমুদ্রা প্রদর্শন করিয়া মৎস্য মুদ্রায় আচ্ছাদন করিয়া মূল মন্ত্র ১০ বার জপ করিবেন। এবং ঐ জল নিজ মস্তকেও পূজার উপকরণ সমূহ অভ্যুক্ষণ করিবেন।

পীঠপূজা ঃ পঞ্চমুদ্রা দ্বারা আহ্বান করিবেন।

ওঁ পীঠদেবতাঃ ইহাগচ্ছতঃ ইহাগচ্ছতঃ, ইহতিষ্ঠতঃ ইহতিষ্ঠতঃ, ইহসন্নিধবত, ইহসন্নিরুধ্যধ্বম, অত্রাধিষ্ঠানং কুরুতঃ মম পূজাং গৃহ্নীত। এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ মণ্ডলায় নমঃ। —অষ্টদল-পদ্মের উপর

পুষ্প দিয়া পূজা করিবেন।

পীঠন্যাসের ন্যায় প্রথমে এতে গন্ধপুষ্পে ও আধার শক্তয়ে নমঃ। এইরূপে পীঠন্যাস দ্রষ্টব্য।

*গণেশাদি পঞ্চদেবতার পূজা ঃ সমস্ত পূজাগুলি একই প্রকার। শুধুমাত্র গণেশের পূজা প্রদত্ত হইল।

*গণেশ পূজা ঃ অঙ্গন্যাস ও করন্যাস (গাং) করিয়া আহ্বান করিবেন। —ওঁ ভূর্ভূবঃ সঃ গণপতি ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধোহ ইহসন্নিরুধ্যস্ব অত্রাধিষ্ঠানং, কুরু মম পূজাং গৃহাণ।

গণেশের ধ্যান ঃ ওঁ খর্ব্বং স্থূলতনুং গজেন্দ্রবদনং লম্বোদরম্ সুন্দরম্। প্রস্যন্দন্মদ গন্ধলুব্ধ মধুপব্যালোল গণ্ডস্থলম্। দন্তাঘাত বিদারিতারি রুধিরৈঃ সিন্দুর শোভাকরম্। বন্দে শৈলসুতাসুতং গণপতিং সিদ্ধিপ্রদং কর্ম্মসু॥ এষ গন্ধঃ ওঁ গাং গণেশায় নমঃ। এতৎ পুষ্পম্ ও গাং গণেশায় নমঃ। এষ ধূপঃ ওঁ গাং গণেশায় নমঃ। এষ দীপঃ ওঁ গাং গণেশায় নমঃ। এতৎ সঘৃতোপকরণ নৈবেদ্যয় ওঁ গাং গণেশায় নমঃ।

প্রণাম ঃ ওঁ সর্ব্ববিঘ্ন বিনাশায় সর্ব্ব কল্যাণ হেতবে। পার্ব্বতী প্রিয় পুত্রায় গণেশায় নমঃ।

অথবা

ওঁ দেবেন্দ্র মৌলি মন্দার মকরন্দ কনারুণাঃ। বিঘ্নং হরন্তু হেরম্ব চরণাম্বুজঃ রেণবঃ॥

*সূর্য্য পূজা ঃ উপরোক্ত ক্রমে আবাহন করিয়া ধ্যানসহ পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া প্রণাম করিবেন।

সূর্য্যের ধ্যান ঃ ওঁ রক্তাম্বুজাসন মশেষগুনৈক সিন্ধুং ভানুং সমস্ত জগতামধিপং ভজামি। পদ্মদ্বয়া ভয়বরান্ দধতং করাব্জৈর্মানিক্যমৌলি মরুণাঙ্গ রুচিং ত্রিনেত্রাম্।।

প্রণাম ঃ ওঁ জবাকুসুম সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্। ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোহস্মি দিবাকরম্।

বিষ্ণু পূজা ঃ—বিষ্ণুর ধ্যান ঃ ওঁ ধেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডল মধ্যবর্তী নারায়ণ, সরসিজাসন সন্নিবিষ্টঃ কেয়ুরবান। কনককুণ্ডলবান্ কিরীটিহারী, হিরণ্ময় বপুর্ধৃত শঙ্খ চক্রঃ।।

প্রণাম ঃ ওঁ নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গো ব্রাহ্মণ হিতায় চ। জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোঃ নমঃ।।

ওঁ নমঃ কমল নেত্রায় হরয়ে পরমাত্মনে। অশেষ ক্লেশ নাশায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।।

ওঁ নারায়ণ পরাবেদা নারায়ণ পরাক্ষরাঃ। নারায়ণ পরামুক্তিঃ নারায়ণ পরা গতিঃ।।

*শিব পূজা ঃ—শিবের ধ্যান ঃ ওঁ ধ্যায়েন্নিতং মহেশং রজতঃ গিরিনিভম্ চারুচন্দ্রাবতংসং। রত্নাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং পরশু মৃগবরাভীতি হস্তং প্রসন্নম্।। পদ্মাসীনং সমন্তাৎ স্তুতসমর গণৈঃ ব্যাঘ্রকৃত্তিং বসানং। বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং নিখিল ভয় হরং, পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রাম্।।

প্রণাম ঃ ওঁ নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয় হেতবে। নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বরঃ।।

*জয়দুর্গা পূজা ঃ—জয়দুর্গার ধ্যান ঃ ওঁ কালাভ্রাভাং কটাক্ষৈঃ অরিকুল ভয়দাং, মৌলিবদ্ধেন্দু

রেখাং। শঙ্খং চক্রং কৃপাণং ত্রিশিখমপি করৈঃ রুদ্ধহন্তীং ত্রিনেত্রাম্॥ সিংহস্কন্ধাধিরূঢ়াং ত্রিভূবন সখিলং, তৈজসা পূরয়ন্তীং। ধ্যায়েৎ দূর্গাং জয়াখ্যাং ত্রিদশপরিবৃতাং, সেবিতাং সিদ্ধিকামৈঃ॥

প্রণাম ঃ ওঁ সর্ব্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থ সাধিকে। শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণী নমোহস্তুতে॥

অন্যান্য পূজা ঃ পঞ্চোপচারে করিবেন। অসমর্থ পক্ষে গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিবেন। রব্যাদি নবগ্রহেভ্যো নমঃ, শিবাদি পঞ্চদেবতাভ্যো নমঃ, ইন্দ্রাদি দশদিক পালেভ্য নমঃ, মৎস্যাদি দশাবতারেভ্যো নমঃ, কাল্যাদি দশ মহাবিদ্যাভ্যঃ নমঃ, ইষ্ট দেবদেবীভ্যো নমঃ, কূলদেবদেবীভ্যো নমঃ, প্রত্যক্ষ দেবদেবীভ্যো নমঃ, সর্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ, সর্বাভ্যো দেবীভ্যো নমঃ॥

হনুমানের ধ্যান ঃ কূর্মৌ মুদ্রায় পুষ্প গ্রহণ করিয়া ধ্যান—ওঁ মহাশৈলং সমুৎপাট্য ধাবন্তং রাবণং প্রতি। তিষ্ঠ তিষ্ঠ রণে দুষ্ট ঘোররাবং সমুৎ সৃজন। লাক্ষারসারুণাং রৌদ্রং কালান্তকষ মোপমম্। জ্বলদগ্নিলসন্নেত্রং সূর্য্যকোটি সমপ্রভম। অঙ্গদাদ্যৈ মহাবীরৈঃ বেষ্টিতং রুদ্ররূপিণীম্॥

ওঁ হনুমানায় ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ ইহসন্নিধ্যেহি ইহসন্নিরূধ্বস্য অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ।

কৃতাঞ্জলি ঃ ওঁ দেবেশ হনুমান্ পরিবার সমন্বিতে যাবত্ত্বাং পূজয়িষ্যামি তাবত্ত্বং সুস্থিরা ভব।

চক্ষুর্দ্দান ঃ বিল্বপত্রে ঘৃতদ্বারা কজ্জল প্রস্তুত করিয়া কুশ বা বিল্বপত্রের বৃন্ত দ্বারা উক্ত দেবতার গায়ত্রী পাঠ পূর্ব্বক চক্ষুতে কজ্জল পরাইবেন।

পুরুষ দেবতার ক্ষেত্রে—ঊর্ধ্বচক্ষু,—দক্ষিণচক্ষু—বামচক্ষু (এইক্রমে) স্ত্রী দেবতার ক্ষেত্রে—

পুরুষ দেবতার ক্ষেত্রে—উর্ধ্বচক্ষু,—দক্ষিণচক্ষু—বামচক্ষু (এইক্রমে) স্ত্রী দেবতার ক্ষেত্রে—উর্ধ্বচক্ষু—বামচক্ষু—দক্ষিণচক্ষু—উর্ধ্বচক্ষু কল্পয়ামি, দক্ষিণ চক্ষু কল্পয়ামি, বামচক্ষু কল্পয়ামি।

প্রাণপ্রতিষ্ঠা ঃ মূল দেবতার বীজমন্ত্র (হং) দেবতার মস্তকে ১০৮ বার জপ করিবেন। অতঃপর দেবতার হৃদয়ে দূর্বা, বিল্বপত্র, আতপতণ্ডুল স্পর্শ করিয়া—ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হৌং হং সঃ শ্রীশ্রীহনুমান দেবতাঃ প্রাণা ইহপ্রাণাঃ।

ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হৌং হং সঃ শ্রীশ্রীহনুমান দেবতাঃ জীব ইহ স্থিত।

ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং যং সং হৌং হং সঃ শ্রীশ্রীহনুমান অমুকদেবতা সর্বেন্দ্রিয়ানি ইহ স্থিতানি।

ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং যং সং হৌং হং সঃ শ্রীশ্রীহনুমানঃবাঙ্মনশ্চক্ষুঃ শ্রোত্র ঘ্রাণ প্রাণা ইহাগত্য সুখং চিরং তিষ্ঠন্তু স্বাহা।

ওঁ মনোজুতির্জুষতা মাজস্য বৃহস্পতির্যজ্ঞমিমং ত্বনোত্বরিষ্টং যজ্ঞং সমিমং দধাতু। ওঁ বিশ্বেদেবাস ইহ মাদয়ন্তা মোম্ প্রতিষ্ঠ। ওঁ অস্মৈ প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠন্তু অস্মৈ প্রাণাঃ ক্ষরন্তু চ। অস্মৈ দেবত্ব সংখ্যায়ৈ স্বাহা॥

* (পুংলিঙ্গে—অস্মৈ, স্ত্রীলিঙ্গে—অস্যৈ)

প্রধান পূজা ঃ পূজনীয় দেবতার কূর্মো মুদ্রায় পঞ্চ পুষ্প লইয়া ধ্যান করিবেন পরে ষোড়শোপচারে

পূজা করিবেন।

হনুমানের ধ্যান ঃ ওঁ মহাশৈলং সমুৎপাট্য ধাবন্তং রাবণং প্রতি। তিষ্ঠ তিষ্ঠ রণে দুষ্ট ঘোররাবং সমুৎ সৃজন্। লাক্ষারসারুণং রৌদ্রং কালান্তকযমোপমম্। দ্বলদগ্নিলসন্নেত্রং সূর্য্যকোটি সমপ্রভম্॥ অঙ্গদাদ্যৈঃ মহাবীরৈঃ বৈষ্টিতং রুদ্ররূপিণীম্।

গায়ত্রী ঃ ওঁ পবনপুত্রায় বিদ্মহে রামভক্তায় ধীমহি। তন্নো হনুমৎ প্রচেদয়াৎ॥

বীজ ঃ ওঁ হং হনুমতে রুদ্রাত্মকায় হুং ফট্।

ষোড়শোপচার ঃ পুনঃ কুর্ম্ম মুদ্রায় পুষ্প লইয়া ধ্যান করিয়া পূজা করিবেন।

১। আসন ঃ স্ববাসে ত্রিকোণ মণ্ডল করিয়া তদুপরি একটি পাত্রে রাখিবেন, কুশোদক দেবেন—ওঁ বং এতস্মৈ রতজাসনায় নমঃ। (৩ বার)

পুষ্প লইয়া ঃ এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বং এতস্মৈরজতোসনায় নমঃ (আসনে দেবেন)।

পুষ্প লইয়া ঃ এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে দেবায় শ্রীবিষ্ণবে নমঃ (নারায়ণকে দেবেন)।

পুনঃ পুষ্প লইয়া ঃ এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদানায় শ্রীহনুমানায় নমঃ।

আসন হাতে লইয়া—

প্রার্থনা ঃ ওঁ চরাচর-মিদং বিশ্বং যত্র পূর্বং প্রতিষ্ঠিতম্। তদন্তঃস্থ ত্বমেবেশ আসনং কল্পয়াম্যহম্। এতৎ রজতাসনং ওঁ হনুমানায় নমঃ॥

২। স্বাগতম্ ঃ কৃতাঞ্জলি ঃ—

ওঁ যস্য দর্শনমিচ্ছন্তি দেবা অভীষ্ট সিদ্ধয়ে। তস্মৈতে পরমেশায় স্বাগতং স্বাগতঞ্চমে॥ ওঁ

সমাগত মিদং বপুঃ॥

২। স্বাগতম্ ঃ কৃতাঞ্জলি ঃ—

ওঁ যস্য দর্শনমিচ্ছন্তি দেবা অভীষ্ট সিদ্ধয়ে। তস্মৈতে পরমেশায় স্বাগতং স্বাগতঞ্চমে॥ ওঁ কৃতার্থোহনু গৃহীতোস্মি সফলং জীবিতং মম। আগত দেব দেবেশ সুস্বাগত মিদং বপুঃ॥

৩। পাদ্যঃ —পূর্ব্ববৎ অর্চ্চনান্তে—

ওঁ যস্য পাদাম্বুজে দিব্যে নির্মলে ব্রহ্মরূপিণী। পুনাতি তত্তবাগঙ্গা জগৎ পাদ্যং দদাম্যহম্। এতৎ পাদ্যং ওঁ অমুক দেবতায় নমঃ।

৪। অর্ঘ্য ঃ পূর্ব্ববৎ অর্চ্চনান্তে—

ওঁ ব্রহ্মাদয়ঃ পাদপদ্মং চিন্তয়ন্তি দিনে দিনে। অনঘ্যায় জগদ্ধাত্রে অর্ঘ্যমেতৎ দদাম্যহম্॥ ইদং অর্ঘ্যং ওঁ অমুকদেবতায় নমঃ। (যজুঃ — এষ অর্ঘ্যঃ)

৫। আচমনীয় ঃ — পূর্ব্ববৎ অর্চ্চনান্তে—

ওঁ আচান্তোস্তীর্থরাজঃ বৈ যেনাগস্ত স্বরূপিনা। দেবায়া সুরনাশায় দদামাচমনীয়কম্॥ ইদং আচমনীয়ম্ ওঁ অমুক দেবতায় নমঃ॥

৬। মধুপর্ক — পূর্ব্ববৎ অর্চ্চনান্তে—

ওঁ সর্ব কল্মষহীনায় পরিপূর্ণ সুখাত্মনে। মধুপর্কমিদং দেব কল্পয়ামি প্রসীদ মে॥ এষ মধুপকঃ ওঁ অমুক দেবতায় নমঃ।

৭। পুনরাচমনীয় ঃ পূর্ব্ববৎ অর্চ্চনান্তে—

ওঁ উচ্ছিষ্টোহপ্য শুচির্বাপি যস্য স্মরণ মাত্রতঃ। শুদ্ধিমাপ্নোতি তস্মৈতে পুনরাচমনীয়কম্॥ ইদং পুনরাচমনীয়োদকং ওঁ অমুক দেবতায় নমঃ।

৮। স্নানীয় ঃ —

ওঁ জলঞ্চ শীতলং স্বচ্ছমিদং শুদ্ধ মনোহরম্। স্নানার্থন্তে ময়াভক্ত্যা কল্পিতং প্রতিগৃহ্যতাম্॥ ইদং স্নানীয়োদং ওঁ অমুক দেবতায় নমঃ।

৯। বস্ত্র ঃ পূর্ব্ববৎ অর্চ্চনান্তে—

ওঁ বহুতন্তু সমাযুক্তং কার্পাস সূত্রাদি নির্মিতং। বাসোদেব সুশুক্লঞ্চ গৃহাণ জগদীশ্বরঃ॥ ইদং বস্ত্রং ওঁ অমুক দেবতায় নমঃ।

১০। যজ্ঞোপবীত ঃ পূর্ব্ববৎ অর্চ্চনান্তে—

যজ্ঞোসূত্রামিদং দেব প্রজাপতি বিনির্মিতম্। গৃহাণ দেব দেবেশ ময়াভক্ত্যা নিবেদিতম্। ইদং যজ্ঞোপবীতম্ ওঁ অমুক দেবতায় নমঃ।

১১। আভরণ ঃ পূর্ব্ববৎ অর্চ্চনান্তে—

ওঁ স্বভাবসুন্দরাঙায় নানাশক্ত্যাশ্রয়ায়তে। ভূষণানি বিচিত্রানি কল্পয়াম্যমরার্চ্চিত॥ ইদম্ আভরণম্ ওঁ অমুক দেবতায় নমঃ।

১২। গন্ধ ঃ পূর্ব্ববৎ অর্চ্চনান্তে—

ওঁ যদঙ্গস্পর্শমরুতঃ গন্ধাম্মলয়জ দ্রুমাঃ। সুগন্ধি রস সম্পন্নাস্তস্মৈ গন্ধানুলেপনম্॥ এষ গন্ধঃ ওঁ

১২। গন্ধ ঃ পূর্ব্ববৎ অর্চ্চনান্তে—

ওঁ যদঙ্গস্পর্শমরুতঃ গন্ধাম্মলয়জ দ্রুমাঃ। সুগন্ধি রস সম্পন্নাস্তস্মৈ গন্ধানুলেপনম্।। এষ গন্ধঃ ওঁ অমুক দেবতায় নমঃ।

১৩। পুষ্প ঃ পূর্ব্ববৎ অর্চ্চনান্তে—

ওঁ তুরীয় বনসম্ভূতং নানাগুণ মনোহরম্। আনন্দ সৌরভং পুষ্পং গৃহ্যতামিদমুত্তমম্।। এতৎ সচন্দন পুষ্পম্ ওঁ অমুক দেবতায় নমঃ।

এখানে বিষ্ণু হলে তুলসীপত্র, এবং শিব হলে বিল্বপত্র প্রদান করিবেন।

১৪। ধূপ ঃ — পূর্ব্ববৎ অর্চ্চনান্তে—

ওঁ বনস্পতি রসো দিব্যো গন্ধাঢ্যঃ সুমনোহরঃ। আঘ্রেয়ঃ সর্ব্বদেবানাং ধূপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্।। এষ ধূপঃ ওঁ অমুক দেবতায় নমঃ।

১৫। প্রজ্জ্বলিত দীপ ঃ — পূর্ব্ববৎ অর্চ্চনান্তে—

ওঁ সুপ্রকাশঃ মহাদীপঃ সর্বতঃ স্তিমিরাপহঃ, সবাহ্য অভ্যন্তরঃ জ্যোতির্দীপঃঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্।। এষ দীপঃ ওঁ অমুক দেবতায় নমঃ।

১৬। নৈবেদ্য ঃ — পূর্ব্ববৎ অর্চ্চনান্তে—

ওঁ সৎপাত্রসিদ্ধং সুহবির্ব্বিধানেক ভক্ষণম্। নিবেদয়ামি দেবেশ সর্ব্বতৃপ্তিকরং পরম।। ইদং সঘৃত উপকরণ নৈবেদ্যং ওঁ অমুক দেবতায় নমঃ। (পঞ্চগ্রাসমুদ্রা প্রদর্শন করিবেন)

১৭। পানার্থোদক ঃ — অর্চ্চনান্তে—

ওঁ জলঞ্চ শীতলং স্বচ্ছং সুগন্ধি পরিপূরিতম্। ময়াদিতো ভক্ত্যা পানার্থ প্রতিগৃহ্যতাম॥ ইদং পানর্থোদকং ওঁ অমুক দেবতায় নমঃ।

১৮। পুনরাচমণীয়ম ঃ — পূর্ব্ববৎ অর্চ্চনান্তে—

ওঁ উচ্চিচষ্টোহপ্য শুচির্বাপি যস্য স্মরণ মাত্রতঃ। শুদ্ধিমাপ্নোতি তস্মৈতে পুনরাচমনীয়কম্॥ ইদং পুনরাচমনীয় উদকং ওঁ অমুক দেবতায় নমঃ।

১৯। তাম্বুল ঃ পূর্ব্ববৎ অর্চ্চনান্তে—

ওঁ দোযত্রয় হরং দিব্যং কর্পূরাদি সুবাসিতম্। ময়া নিবেদিতং দেব তাম্বুলং ইদম্ উত্তমন্॥ ইদং সোপকরণ ফলতাম্বুলং ওঁ অমুক দেবতায় নমঃ।

অতিরিক্ত দান ঃ পূর্ব্ববৎ অর্চ্চনান্তে—

* পুষ্পমাল্য ঃ ওঁ সূত্রেন গ্রথিতং মাল্যং নানাপুষ্পোপশোভিতম্। শ্রীযুক্ত লম্ব মানঞ্চ গৃহান পরমেশ্বর (পরমেশ্বরি)॥

* লড্ডুক ঃ ওঁ লড্ডুকং পরমং স্বাদু নানারূপ বিনির্মিতম্। সুমিষ্ট শোভনং দেব তদেতৎ প্রতিগৃহ্যতাম্॥

* মোদক ঃ ওঁ মোদকং স্বাদসংযুক্তং শর্করাদি বিনির্মিতম্। সুরসং মধুরং ভোজং ত্বং দেব প্রতিগৃহ্যতাম্॥

* রচনা ঃ ওঁ নানাফল সমাযুক্তাং নানাবস্তু সুশোভিতম্। রচনান্তে প্রযচ্ছামি গৃহাণ পরমেশ্বরঃ॥

নিবেদন করিবেন। অতঃপর মূল বীজমন্ত্র (হুং) ২৮/১০৮ বার

**এছাড়া পিষ্টক, ভোজ্য, ফলমূলাদি নিবেদন করিবেন। অতঃপর মূল বীজমন্ত্র (হুং) ২৮/১০৮ বার জপ করিয়া জপ সমর্পণ করিবেন। এরপর তিনবার পুষ্পাঞ্জলি দিবেন এবং প্রণাম করিবেন এবং রামচন্দ্রের স্তোত্র পাঠ করিবেন।

উপাচার বিধি ঃ

* পঞ্চোপচার ঃ গন্ধপুষ্পে তথা ধূপদীপৌ নৈবেদ্যমেব চ। অর্থাৎ —গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ এবং নৈবেদ্য ॥

* দশোপচার ঃ পাদ্যমর্ঘ্যং তথাচামং গন্ধপুষ্পে তথাপরে। ধূপদীপনৈবেদ্যান্তা উপাচারা দশ ক্রমাৎ॥ অর্থাৎ—পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, স্নানীয়, পুনরাচমনীয়, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য ॥

স্তবকবচমালা ও ধ্যানমালা

শ্রীরামচন্দ্রস্তোত্রম্

শ্রীহনুমানুবাচ।—

তিরশ্চামপি রাজেতি সমবায়ং সমীয়ুযাম্। যথা সুগ্রীবমুখ্যানাং যস্তমুগ্রং নমাম্যহম্। সকৃদেব প্রপন্নায় বিশিষ্টামৈরয়ৎ শ্রিয়ম্। বিভীষণায়াব্ধিতটে যস্তং বীরং নমাম্যহম্। যো মহান্ পূজিতো ব্যাপী

মহাব্ধেঃ করুণামৃতম্। স্তুতং জটায়ুনা যেন মহাবিযুঃং নমাম্যহম্। তেজসাপ্যায়িতা যস্য জ্বলন্তি জ্বলনাদয়ঃ। প্রকাশতে স্বতন্ত্রো যস্তং জ্বলন্তং নমাম্যহম্। সর্ব্বতো মুখতা যেন লীলয়া দর্শিতা রণে। রাক্ষসেশ্বরযোধানাং তং বন্দে সর্ব্বতোমুখম্। নৃভাবস্তু প্রপন্নানাং হিনস্তি চ তথা নৃষু। সিংহঃ সত্ত্বেম্বিবোৎকৃষ্টস্তং নৃসিংহং নমাম্যহম্। যস্মাদ্বিভ্যতি বাতার্ক-জ্বলনেন্দ্রাঃ সমৃত্যবঃ। ভিয়ং ধিনোতি পাপানাং ভীষণং তং নমাম্যহম্। পরস্য যোগ্যতাপেক্ষা-রহিতো নিত্যমঙ্গলম্। দদাত্যেব নিজৌদার্য্যাদ্যস্তং ভদ্রং নমাম্যহম্। যো মৃত্যুং নিজদাসানাং মারয়ত্যখিলেষ্টদঃ। সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদস্তঞ্চ মৃত্যুমৃত্যুং নমাম্যহম্। যৎপাদপদ্মপ্রণতো ভবেদুত্তমপূরুষঃ। তমীশং সর্ব্বদেবানাং নমনীয়ং নমাম্যহম্। আত্মভাবং সমুৎক্ষিপ্য দাস্যেনৈব রঘুদ্বহম্। ভজেঽহং প্রত্যহং রামং সসীতং সহলক্ষ্মণম্। নিত্যং শ্রীরামভদ্রস্য কিঙ্করা যমকিঙ্করাঃ। শিবমস্যো দিশস্তস্য সিদ্ধয়স্তস্য দাসিকাঃ। ইমং হনূমতা প্রোক্তং মন্ত্ররাজাত্মকং স্তবং। পঠেদনুদিনং যস্ব স রামে ভক্তিমান্ ভবেৎ।

শ্রীরামচন্দ্রের পূজা ঃ

ধ্যান ঃ ওঁ কোমলাঙ্গং বিশালাক্ষমিন্দ্রনীল সমপ্রভম্। পীতম্বর ধরং ধ্যায়েৎ রামং সীতাসমন্বিতম্॥ দক্ষিণাংশে দশরথং পুত্রাবেক্ষণ তৎপরম্। পৃষ্ঠতো লক্ষ্মণং দৈবং সচ্ছত্রং কণক প্রভম্॥ পার্শ্বে ভরত-শত্রুঘ্নৌ তালবৃন্ত করাবুভৌ। অগ্রে ব্যগ্রং হনুমন্তং রামানুগ্রহ কাঙ্ক্ষিণম্॥

আহ্বান ঃ ওঁ ভূর্ভূবঃ স্বঃ ভগবন্ শ্রীরামচন্দ্রঃ ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধেহি

ইহসন্নিরুধ্বস্ব অত্রাধিষ্ঠানং কুরু মম পূজাং গৃহান্।

দশোপচারে পূজা ঃ

ইহসন্নিরূধ্বস্ব অত্রাধিষ্ঠানং কুরু মম পূজাং গৃহান্।

দশোপচারে পূজা ঃ

এতৎ পাদ্যং, ওঁ রাং শ্রীরামচন্দ্রায় নমঃ। ইদং অর্ঘ্যং (যজুঃ এষ অর্ঘ্যঃ) ওঁ রাং শ্রীরামচন্দ্রায় নমঃ। ইদং আচমনীয়ং ওঁ রাং শ্রীরামচন্দ্রায় নমঃ। ইদং স্নানীয়ং ওঁ রাং শ্রীরামচন্দ্রায় নমঃ। ইদং পুনরাচমনীয় ওঁ রাং শ্রীরামচন্দ্রায় নমঃ। এষ গন্ধ ওঁ রাং শ্রীরামচন্দ্রায় নমঃ। এতৎ সচন্দন পুষ্পম্ ওঁ রাং শ্রীরামচন্দ্রায় নমঃ। এষ ধূপঃ ওঁ রাং শ্রীমচন্দ্রায় নমঃ। এষ প্রজ্জ্বলিত দীপঃ ওঁ রাং শ্রীরামচন্দ্রায় নমঃ। এতৎ সঘৃতোপকরণ নৈবেদ্যং ওঁ রাং শ্রীরামচন্দ্রায় নমঃ। এতৎ পানার্থোদকং ওঁ রাং শ্রীরামচন্দ্রায় নমঃ।

পুষ্পাঞ্জলি ঃ (৩ বার দিবেন)।

এষ সচন্দন পুষ্পাঞ্জলি ওঁ ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রায় নমঃ।

প্রণাম ঃ ওং রাং রামায় রামচন্দ্রায় রাম ভদ্রায় বেধসে। রঘুনাথায় নাথায় সীতায়াঃ পতয়ে নমঃ।।

শ্রীরামের গায়ত্রী ঃ ওঁ দশারথায় বিদ্মহে সীতা বল্লভায় ধীমহি। তন্নো রামঃ প্রচোদয়াৎ।।

শ্রীলক্ষ্মণের পূজা ঃ—ধ্যান ঃ দ্বিভূজং স্বর্ণরুচিরতনুং পদ্মনিভেক্ষণম্। ধনুর্বাণ করং রামঃ সেবা সংসক্তমানসম্। ধ্যায়েৎ দেবং সদা ভক্তো লক্ষ্মণম্ লক্ষণান্বিতম্।

আবাহন ঃ ওঁ রামানুজ লক্ষ্মণ ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ। ইহসন্নিধ্যেহি ইহসন্নিরুধ্যস্ব,

অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ। এষ গন্ধ ওঁ রামানুজ লক্ষ্মণায় নমঃ। এতৎ পুষ্পম্ ওঁ রামানুজ লক্ষ্মণায় নমঃ। এষ ধূপঃ ওঁ রামানুজ লক্ষ্মণায় নমঃ। এষ দীপঃ ওঁ রামানুজ লক্ষ্মণায় নমঃ। এতৎ সঘৃতোপকরণ নৈবেদ্যং ওঁ রামানুজ লক্ষ্মণায় নমঃ॥

পুষ্পাঞ্জলি ঃ এতৎ সচন্দন পুষ্পাঞ্জলি ওঁ রামানুজ লক্ষ্মণায় নমঃ। (৩ বার)

প্রণাম ঃ ওঁ লক্ষ্মণায় নমঃ।

এরপর যথাশক্তি উপাচারে (পঞ্চোপচারে বা গন্ধপুষ্পদ্বারা) ভরত, শত্রুঘ্ন-এর পূজা করিবেন।

সীতার পূজা ঃ—ধ্যান ঃ ওঁ নীলাম্ভোজ দলাভিরামনয়নাং নীলাম্বরালঙ্কৃতাং, গৌরাঙ্গীং শরদিন্দুসুন্দরমুখীং বিস্মেরবিম্বাধরাম্। কারুণ্যামৃতবর্ষিণীং হরিহর ব্রহ্মাদিভির্ব্বন্দিতাং, ধ্যায়েৎ সর্ব্বজনেপ্সিতার্থফলদাং রাম প্রিয়াম্ জানকীম্॥

আবাহন ঃ ওঁ সীতাদেবী ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধেহি, ইহসন্নিরুধ্যস্ব, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ্॥ এষ গন্ধ ওঁ সীতায়ৈ নমঃ। এতৎ সচন্দন পুষ্পম্ ওঁ সীতায়ৈ নমঃ। এষ ধূপঃ ওঁ সীতায়ৈ নমঃ। এষ দীপঃ ওং সীতায়ৈ নমঃ। এতৎ সঘৃতোপকরণ নৈবেদ্যং ওঁ সীতায়ৈ নমঃ।

পুষ্পাঞ্জলি ঃ এষ সচন্দন পুষ্পাঞ্জলি ওঁ সীতাদেব্যৈ নমঃ। (৩ বার)

প্রণাম ঃ ওঁ বন্দে রামহৃদম্ভোজ প্রকাশাং জনকাত্মজাম্। সত্রিবর্গ-পরমানন্দ দায়িনীং ব্রহ্মরূপিণীং॥

দশরথের পূজা ঃ—আহবান পূর্ব্বক—

এষ গন্ধ ওঁ দশরথায় নমঃ। এতৎ পুষ্পম্ ওঁ দশরথায় নমঃ। এষ ধূপঃ ওঁ দশরথায় নমঃ। এষ দীপঃ ওঁ দশরথায় নমঃ। এতৎ সঘৃতোপকরণ নৈবেদ্যম্ ওঁ দশরথায় নমঃ।

প্রণাম ঃ ওঁ ভক্ত্যা বশীকৃতো যস্য পুত্রত্বং ভগবান্ হরিঃ। বন্দে দশরথং বীরং তমযোধ্যাপতিং প্রভূম্॥

কৌশল্যার পূজা ঃ—আবাহন পূর্ব্বক—

এষ গন্ধ ওঁ কৌশল্যায়ৈ নমঃ। এতৎ পুষ্পম্ ওঁ কৌশল্যায়ৈ নমঃ। এষ ধূপঃ ওঁ কৌশল্যায়ৈ নমঃ। এষ দীপঃ ওঁ কৌশল্যায়ৈ নমঃ। এতৎ নৈবেদ্যম্ ওঁ কৌশল্যায়ৈ নমঃ।

প্রণাম ঃ রামস্য জননী চাসি রামময়মিদং জগৎ। অতস্ত্বাং পূজয়িষ্যামি লোকমাতঃ নমোহস্তুতে॥

অতপর ভগবন্ শ্রীরামচন্দ্র আবরণংতে পূজায়ামি॥

আবরণ পূজা ঃ এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ রাং হৃদয়ায় নমঃ। এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ রীং শিরসে স্বাহা। এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ রূ শিখায়ে বষট। এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ রৈং কবচায় হুঁ। এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ রৌং নেত্রাভ্যাম্ বৌষট্। এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ রঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায় ফট্॥

এরপর যথাশক্তি উপাচারে ওঁ পবনায় নমঃ, অঞ্জনায়ৈ নমঃ, ওঁ সুগ্রীবায় নমঃ, ওঁ বিভীষণায় নমঃ, ওঁ অঙ্গদায় নমঃ, ওঁ জাম্বুবানায় নমঃ, ওঁ ধূম্রায় নমঃ, ওঁ জয়ন্তায় নমঃ, ওঁ বিজয়ায় নমঃ, ওঁ সুরাষ্ট্রায় নমঃ, ওঁ রাষ্টবর্দ্ধনায় নমঃ, ওঁ অশোকায় নমঃ, ওঁ ধর্মপালায় নমঃ, ওঁ সুমন্ত্রায় নমঃ, ওঁ গদায়ৈ নমঃ, ওঁ সঙ্কটায় নমঃ, ওঁ সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ, ওঁ সর্ব্বভ্যো দেবীভ্যো নমঃ॥

কৃতাঞ্জলি ঃ ওঁ দশানন বধার্থায় ধর্মসংস্থাপনায় চ। দানবানাং বিনাশায় দৈত্যানাং নিধনায় চ।। পরিত্রাণায় সাধুনাং রামঃ জাতঃ স্বয়ং হরিঃ। গৃহাণার্ঘ্যং ময়াদত্তং ভ্রাতৃভিঃ সহিতো মম।

আরাত্রিক বিধি ঃ (১) দীপমালা বা পঞ্চপ্রদীপ, কর্পূর, ধুনা (২) জলশঙ্খ (৩) ধৌত বস্ত্র, (৪) পুষ্প বিল্বপত্র, (৫) চামর বা ব্যজন।

অতঃপর প্রণাম ঃ ওঁ হং হনুমতে রুদ্রাত্মকায় হুং ফট্ নমঃ।

পুষ্পাঞ্জলি পরে হোম করিবেন।

হোম ঃ—

তন্ত্রোক্ত হোম

পূর্বাস্যে উপবেশন করিয়া বালুকা দ্বারা দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে এক হস্ত পরিমিত বেদী নির্মাণ করিবেন। মূলমন্ত্রে অবলোকন, ফট্ মন্ত্রে কুশাগ্র দ্বারা স্থণ্ডিল স্পর্শ করিয়া ফট্ মন্ত্রে জল দ্বারা স্থণ্ডিল প্রোক্ষণ করিবেন—এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ পবন পুত্র হনুমান স্থণ্ডিলায় নমঃ। —পুষ্প দেবেন। এইক্রমে—

পূর্ব্বভাগে ঃ ওঁ মুকুন্দায় নমঃ, ওঁ ঈশানায় নমঃ, ওঁ পুরন্দরায় নমঃ।

উত্তরভাগে ঃ ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ, ওঁ বৈবস্বতায় নমঃ, ওঁ ইন্দবে নমঃ। পূর্বাঙ্কিত যন্ত্রে ওঁ হং মন্ত্রে তিনবার পুষ্পাঞ্জলি দিয়া ওঁ মন্ত্রে জলদ্বারা অভ্যুক্ষণ করিয়া বহ্নির যোগপীঠের অর্চ্চনা করিবেন— এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আধায় শক্ত্যাদিপীঠ দেবতাগণেভ্যো নমঃ। এইরূপে—ওঁ শ্বেতায়ৈ নমঃ, ওঁ

এতে গন্ধপুষ্পে ও আধায় শক্ত্যাদপীঠ দেবতাগণেভ্যো নমঃ।

পীতায়ৈ নমঃ, ওঁ অরুণায়ৈ নমঃ, ওঁ কৃষ্ণায়ৈ নমঃ। ওঁ ধূম্রায়ৈ নমঃ, ওঁ তীব্রায়ৈ নমঃ, ওঁ স্ফুলিঙ্গিন্যৈ নমঃ, ওঁ রুচিরায়ৈ নমঃ, ওঁ জ্বালিন্যৈ নমঃ, ওঁ বহ্নির্যোগপীঠায় নমঃ।

পুনর্বার ঃ পূর্বাদি চতুর্দিকে —এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বামায়ৈ নমঃ, ওঁ জেষ্ঠ্যায়ৈ নমঃ, ওঁ রৌদ্রে নমঃ, ওঁ অম্বিকায়ৈ নমঃ, ওঁ রং বহ্ন্যাসনায় নমঃ।

ধ্যান ঃ "ওঁ বাগীশ্বরী মৃত্যু স্নাতাং নীলেন্দু বরলোচনাম্। বাগীশ্বরেণ সংযুক্তাং ক্রীড়াভাব সমন্বিতাম্"॥ মন্ত্রে ধ্যান করিবেন।

ওঁ বাগীশ্বরী ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধেহি ইহসন্নিরুধ্যস্ব অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ। এষ গন্ধঃ ওঁ বাগীশ্বর্য্যৈ নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বাগীশ্বর্য্যৈ নমঃ, এষ ধূপঃ দীপৌ ওঁ বাগীশ্বর্য্যৈ নমঃ, এতৎ হবিঃ নৈবেদ্যং ওং বাগীশ্বর্য্যৈ নমঃ।

মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক 'বৌযট্' মন্ত্রে দীপস্থ অগ্নিকে অবলোকন করিয়া তাম্রপাত্রে বা নতুন সরায় ফট্ মন্ত্রে অগ্নি গ্রহণ করিয়া হুং বং মন্ত্রে ধেনুমুদ্রা প্রদর্শন করিয়া দুই জানু পাতিত করিয়া দুই হস্ত দ্বারা অগ্নি তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া অগ্নিকে শিব বীজ চিন্তা করিয়া এবং স্থণ্ডিলকে দেবীযোনি চিন্তা করিয়া আত্মাভিমুখে স্থাপন করিবেন।

অতঃপর, এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ হ্রীং বহ্নিমূর্ত্তয়ে নমঃ, এইরূপে ওঁ রং বহ্নিচৈতন্যায় নমঃ, মন্ত্রে পুষ্প দিবেন। ওঁ চিৎপিঙ্গল হন্ হন্ পচ পচ দহ দহ সর্ব্বাণ জ্ঞাপয় স্বাহা মন্ত্রে ঘৃত দিবেন।

কৃতাঞ্জলি ঃ ওঁ অগ্নিং প্রজ্জ্বলিতং বন্দে জাতবেদম্ হুতাশনম্। সুবর্ণবর্ণমমলং সমিদ্ধং বিশ্বতোমুখম্।। ওঁ অগ্নে ত্বং শ্রীহনুমান নামাসি, ওঁ হনুমান নামাগ্নে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধ্যেহি, ইহসন্নিরুধ্যস্ব অত্রাধিষ্ঠানং কুরু মম পূজাং গৃহাণ।

ওঁ বৈশ্বানর জাতবেদ ইহাবহ লোহিতাক্ষ সর্ব্বকর্ম্মানি সাধয় সাধয় স্বাহা—তিনবার ঘৃতাহুতি দিবেন। এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ হনুমান নামাগ্নয়ে নমঃ, এতৎ হবিঃ নৈবেদ্যং ওঁ হনুমান নামাগ্নয়ে স্বাহা, (ঘৃত দিবেন), এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ অগ্নের্হিরণ্যাদি সপ্তজিহ্বাভ্যো নমঃ।

এইক্রমে—সহস্রাচ্চির্ষে হৃদয়ায় নমঃ, ওঁ অগ্নিষড়ঙ্গেভ্যো নমঃ। ওঁ অগ্নে জাতবেদসে ইত্যাদ্যষ্ট মূর্ত্তিভ্যো নমঃ, ওঁ ব্রাহ্ম্যাদ্যষ্টশক্তিভ্যো নমঃ, ওঁ পদ্মাদ্যষ্টনিধিভ্যো নমঃ, ওঁ ইন্দ্রাদিলোকপালেভ্যো নমঃ, ওঁ বজ্রাদ্যস্ত্রেভ্যো নমঃ। মন্ত্রে পুষ্পে দিবেন।

অতঃপর শ্রুব (কুশী) অধোমুখো তিনবার তপ্ত করে কুশ দ্বারা মার্জন করিবেন এবং কুশ দ্বারা পবিত্র বন্ধন করে সেই পবিত্র ঘৃতের মধ্যে নিক্ষেপ করিবেন। আজ্য পাত্র সংস্কার করিবেন।

ঘৃত গ্রহণ করিয়া ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা, ওঁ সোমায় স্বাহা, ওঁ অগ্নিসোমাভ্যাং স্বাহা, ওঁ অগ্নয়ে সৃষ্টি কৃতে স্বাহা (২ বার)।

মহাব্যাহৃতি হোম ঃ ওঁ ভূঃ স্বাহা, ওঁ ভূবঃ স্বাহা, ওঁ স্বঃ স্বাহা, ওঁ ভূর্ভূবঃ স্বঃ স্বাহা। ওঁ বৈশ্বানর জাতবেদ ইহাবহ লোহিতাক্ষ সর্ব্বকর্ম্মাণি সাধয় সাধয় স্বাহা (৩ বার ঘৃতাহুতি)। ওঁ অগ্নে গর্ভধানাদি ওঁ সংস্কারং সম্পদয়ামি স্বাহা—ঘৃত দিয়ে এতে গন্ধ পুষ্পে ও পাঠাদি সহিত ও শ্রীহনুমানায় নমঃ। মূল

সংস্কারং সম্পদয়ামি স্বাহা—ঘৃত দিয়ে এতে গন্ধ পুষ্পে ওঁ পীঠাদি সহিত ওঁ শ্রীহনুমানায় নমঃ। মূল মন্ত্রে (ওঁ হুং স্বাহা) পঞ্চবিংশতিবার ঘৃতাহুতি দিবেন। পুনঃ একাদশবার ওঁ হুং স্বাহা মন্ত্রে ঘৃতাহুতি দিবেন। এবার ১০৮/২৮ টি বিল্বপত্র অর্চ্চনা করিবেন। ওঁ এতেভ্যো অষ্টোত্তর শতসংখ্যক সাজ্য বিল্বপত্র সমিধভ্যো নমঃ, এতে গন্ধ পুষ্পে এতেভ্যো অষ্টোত্তর শতসংখ্যক সাজ্য বিল্বপর্ত্রেভ্যো নমঃ, এতদধিপতয়ে দেবায় শ্রীরামচন্দ্রায় নমঃ, এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ হুং হনুমানায় নমঃ।

বাক্য ঃ বিষ্ণুহোম্ তৎসৎ অদ্য অমুকে মাসি, অমুক রাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রঃ অমুক দেবশর্মা (পরার্থে গোত্রস্য, দেবশর্ম্মনঃ/দাসস্য) সর্ব্বাপচ্ছান্তি পূর্ব্বকঃ সঙ্কটমোচনায় শ্রীরামচন্দ্র প্রীতিকামঃ শ্রীহনুমান পূজাঙ্গীভূত হোমকর্ম্মনি ওঁ হুং হনুমতে রুদ্রাত্মকায় হুঁ ফট্ স্বাহেতি মন্ত্রেন প্রত্যেকেন পঠিতেন অষ্টোত্তর শত সংখ্যক (২৮ অষ্টবিংশতি/৮ অষ্টসংখ্যক) হোমমহং করিষ্যে। (পরার্থে করিষ্যামি) ১০৮/২৮/৮টি দিয়ে হোম করিবেন—ওঁ হুং হনুমতে রুদ্রাত্মকায় হুং ফট্ স্বাহা।

মহাব্যাহৃতি ঃ ওঁ ভূ স্বাহা, ওঁ ভূবঃ স্বাহা, ওঁ স্বঃ স্বাহা, ওঁ ভূর্ভূবঃ স্বঃ স্বাহা—(ঘৃত দিবেন)। ওঁ হুং মন্ত্রে একটি ঘৃতাক্ত প্রাদেশ প্রমাণ কুশ অগ্নিতে দিবেন। অতঃপর ২৮টি যজ্ঞসমিধ অর্চ্চনা করিয়া শ্রীরামচন্দ্রের উদ্দেশ্যে দিবেন।

মন্ত্র ঃ ওঁ শ্রীং রাং রামচন্দ্রায় স্বাহা—২৮টি বিল্বপত্র অর্চ্চনাপূর্ব্বক ওঁ হুং জানকীবল্লভায় স্বাহা। অতঃপর বিষ্ণুকে ২৮ যজ্ঞসমিধ দিবেন।

মন্ত্র ঃ ওঁ তদবিষ্ণো পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততম্। এবার ঘৃতাহুতি দিবেন—আদিত্যাদি নবগ্রহেভ্যো, ইন্দ্রাদি দশদিকপালেভ্যো কাল্যাদি, দশমহাবিদ্যা, মৎস্যাদি দশ অবতারেভ্যো স্বাহা। ওঁ দং দশরথায় স্বাহা, ওঁ কং কৌশল্যায়ৈ স্বাহা, ওঁ লং লক্ষ্মণায় স্বাহা, ওঁ ভরতায় স্বাহা, ওঁ শত্রুঘ্নায় স্বাহা, ওঁ পবনায়, ওঁ অঞ্জনায়ৈ, ওঁ সুগ্রীবায়, ওঁ বিভীষণায়, ওঁ অঙ্গদায়, ওঁ জাম্বুবানায়, ওঁ ধূম্রায়, ওঁ জয়ন্তায়, ওঁ বিজয়ায়ৈ, ওঁ সুরাষ্ট্রায়, ওঁ রাষ্ট্রবর্দ্ধনায়, ওঁ অশোকায়, ওঁ ধর্মপালায়, ওঁ সুমন্ত্রায়, ওঁ গদায়ৈ, ওঁ সঙ্কটায়, ওঁ সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ, ওঁ সর্ব্বাভ্যো দেবীভ্যো নমঃ।

নবগ্রহ হোম ঃ হোমদ্‌চূর্ণ বা ঘৃতাহুতি বা যদ্ যদ্ সমিধ দ্বারা হোম করিবেন—

রবি—শ্বেতাকন্দ—ওঁ হ্রীং হ্রীং সূর্য্যায় স্বাহা। চন্দ্র—পলাশ—ওঁ ঐঁ ক্লীং সোমায় স্বাহা। মঙ্গল—খদির—ওঁ হুং শ্রীং মঙ্গলায় স্বাহা। বুধ—আপাং—ওঁ ঐঁ স্ত্রীং শ্রীং বুধায় স্বাহা। বৃহঃ—অশ্বত্থ—ওঁ ঐঁ ক্লীং বৃহস্পতয়ে স্বাহা। শুক্র—যজ্ঞ সমিধ—ওঁ হ্রীঁ শ্রীং শুক্রায় স্বাহা। শাঁইপত্র—ওঁ ঐঁ হ্রীং শ্রীং শনৈশ্চরায় স্বাহা। রাহু—দূর্ব্বা—ওঁ ঐঁ হ্রীং রাহবে স্বাহা। কেতু—কুশ—ওঁ হ্রীং ঐঁ কেতবে স্বাহা॥

পূর্ণাহুতি ঃ মূলমন্ত্রে (ওঁ হুং স্বাহা) পূর্ণাহুতি দিবেন। অতঃপর পূর্ণপাত্রানুকল্প ভোজ্য উৎসর্গ—বিষ্ণুরোম তৎসৎ অদ্য ইত্যাদিমন্ত্রে কৃতৈতৎ শ্রীশ্রীহনুমান পূজাঙ্গীভূত হোম কর্ম প্রতিষ্ঠার্থং যৎকিঞ্চিৎ দক্ষিণা মিদং পূর্ণপাত্রানুকল্প ভোজ্যং শ্রীবিষ্ণু অর্চ্চিতং ব্রহ্মাণে অহং সম্প্রদদে। সংহার মুদ্রায় দেবতাকে নিজ হৃদয়ে স্থাপন করে 'ক্ষমস্ব' মন্ত্রে অগ্নিকে বিসর্জন করিবেন। অগ্নির ঈশান কোণে জল দিবেন—ওঁ অগ্নে ত্বং সমুদ্রং গচ্ছ। পরে দধি/দুগ্ধ জল দিবেন—ওঁ পৃথ্বি ত্বং সুশীতলা ভব।

অতঃপর হোমের ভস্ম নিয়ে অনামিকার দ্বারা বিগ্রহ ঘটে ও নারায়ণ শিলায় ফোঁটা দিবেন

অতঃপর হোমের ভস্ম নিয়ে অনামিকার দ্বারা বিগ্রহ ঘটে ও নারায়ণ শিলায় ফোটা দিবেন তৎপর নিজের ললাটে—ওঁ কশ্যপস্য স্ত্রায়ুষম্, কণ্ঠে—ওঁ জমদগ্নে স্ত্রায়ুষম্, দক্ষিণ ও বামবাহু—ওঁ যদ্দেবানাং ত্র্যায়ুষম্, হৃদি—ওঁ তন্মেহস্তু ত্র্যায়ুষম্।

দক্ষিণান্ত ঃ দক্ষিণা একটি পাত্রে রেখে ওঁ বং এতস্মৈ কাঞ্চনমূল্যায় নমঃ—৩ বার জল দ্বারা অভ্যুক্ষণ, পুষ্প—এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বং এতস্মৈ কাঞ্চন মূল্যায় নমঃ। দক্ষিণায় দিকে পুষ্প এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে দেবায় শ্রীরামচন্দ্রায় নমঃ, নারায়ণে দিকে পুষ্প—এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ সম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ।

দক্ষিণা বাক্য ঃ বিষ্ণু রোম তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুক রাশিস্থে অমুকে পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্র অমুক দেবশর্ম্মা অমুক গোত্রস্য অমুক দেবশর্ম্মণঃ/দাসস্য শ্রীরামচন্দ্র প্রীতি কামঃ সর্ব্বাপচ্ছান্তি পূর্ব্বক মনোগতাভীষ্ট সঙ্কট মোচনায় চতুর্ব্বর্গ সুফল সিদ্ধি কামঃ যথাশক্ত্যুপাচারানাং গণপত্যাদি নানা দেবতা পূজাপূর্ব্বক শ্রীশ্রীহনুমান পূজা তদ্ধোহ কর্ম্মনং সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চন মূল্যং শ্রীরামঃ দৈবতম্ অর্চিতং যথাসম্ভব গোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং সম্প্রদদে।

অচ্ছিদ্রাবধারণ ঃ (কোশার জল হাতে লইয়া) ওং অদ্য কৃতৈতৎ শ্রীশ্রীহনুমান পূজাকর্ম্মাচ্ছিদ্রম্ অস্তু।

বৈগুণ সমাধান ঃ বিষ্ণুঃরোম্ তৎ সদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রী অমুক দেবশর্মা কৃতেহস্মিন শ্রীশ্রীহনুমান পূজা কর্ম্মনি যদ্ বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষ প্রশমনায় শ্রীবিষ্ণু স্মরণমহং করিষ্যে। ওঁ শ্রীবিষ্ণু (১০ বার জপ) ওঁ শ্রীরামচন্দ্র (১০ বার জপ)।

কৃতাঞ্জলি ঃ ওঁ অজ্ঞানাৎ যদি বা মোহাৎ প্রচ্চবেত্য ধরেসু যৎ, স্মরণাদেব তদ্বিষ্ণো সম্পূর্ণং স্যাদিতি শ্রুতিঃ। এক গণ্ডুষ জল লইয়া দৈবতীর্থে দিবেন—ওঁ প্রীয়তাং পুণ্ডরীকাক্ষং সর্ব্ব যজ্ঞেশরো হরিঃ। তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টং প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ। এতৎ কর্ম্মফল ফল শ্রীরামচন্দ্রায় সমর্পিত মস্তু। ওঁ হনুমৎ ক্ষমস্ব মন্ত্রে—ঘট, প্রতিমা, নাড়িয়া দিবেন। ক্ষমা প্রার্থনা—ওঁ যদক্ষরং পরিভ্রষ্টং মাত্রাহীনঞ্চ যৎ ভবেৎ। সাঙ্গং ভবতু তৎ সর্ব্বং যৎ প্রাসাদাৎ সুরেশ্বর। ওঁ আবাহনং ন জানামি ন জনামি পূজনম্। বিসর্জনং ন জনামি ক্ষমস্ব সুরেশ্বরঃ।

সঙ্কটাস্তোত্রম্।

ওঁ নমঃ সঙ্কটায়ে

নারদ উবাচ ঃ ওঁ জৈগীষব্য মুনিশ্রেষ্ঠ সর্ব্বজ্ঞ সুখদায়ক। আখ্যানানি সুপুণ্যানি শ্রুতানি ত্বৎ প্রসদতঃ ।।১।। ন তৃপ্তিমধি গচ্ছামি তব বাগমৃতেন চ। বদস্বৈকং মহাপ্রাজ্ঞ সঙ্কটাখ্যানমুত্তমম্ ।।২।। ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা জৈগীষব্যোহব্রবীদবচঃ। সঙ্কটানাশনং স্তোত্রং শৃণ দেবর্ষিসত্তম ।।৩।। দ্বপরে তু পুরাবৃত্তে

ভ্রষ্টরাজ্যো যুধিষ্ঠিরঃ। ভ্রাতৃভিঃ সহিতোহরণ্যং নির্ব্বেদং পরমং যযৌ ।।৪।। তদানীং তু ততঃ কাশীং পুরীং গচ্ছন মহামুনিঃ। মার্কণ্ডেয় সমায়াতঃ সহশিষ্যৈ মহাতপাঃ ।।৫।। পূজিতো ধর্মরাজেন প্রাহ

তং মাং নিবেদয় ।।৬।।

ভ্রষ্টরাজ্যো যুধিষ্ঠিরঃ। ভ্রাতৃভিঃ সহিতোহরণ্যং নির্ব্বেদং পরমং যযৌ ।।৪ ।। তদানীং তু ততঃ কাশীং পুরীং গচ্ছন্ মহামুনিঃ। মার্কণ্ডেয় সমায়াতঃ সহশিষ্যৈ মহাতপাঃ ।।৫ ।। পূজিতো ধর্মরাজেন প্রাহ হৃষ্টো মহামুনিঃ। কথং তে ম্লানবদনমেতৎ ত্বং মাং নিবেদয় ।।৬।।

যুধিষ্ঠির উবাচ ঃ সঙ্কটং মে মহৎ প্রাপ্তমেতাদৃগ্ বদনং ততঃ। এতন্নিবারণোপায়ং কিঞ্চিৎ ব্রূহি মহামতে ।।৭।।

মার্কণ্ডেয় উবাচ ঃ আনন্দ কাননে দেবি সঙ্কটা নাম বিশ্রুতা। বিশ্বেশ্বরোত্তরে ভাগে চন্দ্রেশস্য চ পূর্ব্বতঃ। শৃণুনামাষ্টকং তস্যাঃ সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদং নৃণাম্ ।।৮।। সঙ্কটা প্রথমং নাম দ্বিতীয়ং বিজয়া তথা। তৃতীয়াং কামদা প্রোক্তা চতুর্থং দুঃখহারিণী ।।৯।। সর্ব্বাণী পঞ্চমং নামঃ ষষ্ঠং কাত্যায়নী তথা। সপ্তমং ভীমবদনা সর্ব্বরোগ হরাষ্টকম্ ।।১০।। নামাষ্টক মিদং পুণ্যং ত্রি সন্ধ্যং শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ। যঃ পঠেৎ পাঠয়েৎ বাপি নরোমুচ্যেত সঙ্কটাৎ। ইত্যুক্ত্বা তু দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ স তু বারাণসীং যযৌ ।।১১।। ততঃ সংপূজ্য তাং দেবীং বিশ্বেশ্বর সমন্বিতাম্। ভূজৈশ্চ দশভির্যুক্তাং লোচনত্রয় ভূষিতাম্ ।।১২।। মালাকমণ্ডলুপেতাং পদ্ম শঙ্খগদাযুতাম্। ত্রিশূল-চাপ-ডমরু-খড়্গ-চর্ম্ম-বিভূষিতাম্ ।।১৩।। ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা নারদোহর্ষিতোহভবৎ। ততঃ চ অভয় হস্তং তং প্রণম্য বিধিনন্দনঃ ।।১৪।। বর ত্রয়ং গৃহীত্বা তু ততো বিষ্ণু পুরং যযৌ। এতৎ স্তোত্রস্য পঠনং পুত্রপৌত্রাদিবর্দ্ধনম্ ।।১৫।। সঙ্কটানাশনঞ্চৈব ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতম্। গোপনীয়ং প্রযত্নেন মহাবন্ধ্যা প্রসূতিকৃৎ।।১৬।।

পদ্মপুরাণে সঙ্কটা স্তোত্রম্ সমাপ্ত।

ভ্রষ্টরাজ্যো যুধিষ্ঠিরঃ। ভ্রাতৃভিঃ সহিতোঽরণ্যং নির্ব্বেদং পরমং যযৌ ॥৪॥ তদানীং তু ততঃ কাশীং পুরীং গচ্ছন্ মহামুনিঃ। মার্কণ্ডেয় সমায়াতঃ সহশিষ্যৈ মহাতপাঃ॥৫॥ পূজিতো ধর্মরাজেন প্রাহ হৃষ্টো মহামুনিঃ। কথং তে ম্লানবদনমেতৎ ত্বং মাং নিবেদয়॥৬॥

যুধিষ্ঠির উবাচ ঃ সঙ্কটং মে মহৎ প্রাপ্তমেতাদৃগ্ বদনং ততঃ। এতন্নিবারণোপায়ং কিঞ্চিৎ ব্রূহি মহামতে॥৭॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ ঃ আনন্দ কাননে দেবি সঙ্কটা নাম বিশ্রুতা। বিশ্বেশ্বরোত্তরে ভাগে চন্দ্রেশস্য চ পূর্ব্বতঃ। শৃণুনামাষ্টকং তস্যাঃ সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদং নৃণাম্॥৮॥ সঙ্কটা প্রথমং নাম দ্বিতীয়ং বিজয়া তথা। তৃতীয়াং কামদা প্রোক্তা চতুর্থং দুঃখহারিণী॥৯॥ সর্ব্বাণী পঞ্চমং নামঃ যষ্ঠং কাত্যায়নী তথা। সপ্তমং ভীমবদনা সর্ব্বরোগ হরাষ্টকম্॥১০॥ নামাষ্টক মিদং পুণ্যং ত্রি সন্ধ্যং শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ। যঃ পঠেৎ পাঠয়েৎ বাপি নরোমুচ্যেত সঙ্কটাৎ। ইত্যুক্ত্বা তু দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ স তু বারাণসীং যযৌ॥১১॥ ততঃ সংপূজ্য তাং দেবীং বিশ্বেশ্বর সমন্বিতাম্। ভূজৈশ্চ দশভির্যুক্তাং লোচনত্রয় ভূষিতাম্॥১২॥ মালাকমণ্ডলুপেতাং পদ্ম শঙ্খগদাযুতাম্। ত্রিশূল-চাপ-ডমরু-খড়্গ-চর্ম্ম-বিভূষিতাম্॥১৩॥ ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা নারদোহর্ষিতোঽভবৎ। ততঃ চ অভয় হস্তং তং প্রণম্য বিধিনন্দনঃ॥১৪॥ বর ত্রয়ং গৃহীত্বা তু ততো বিষ্ণু পুরং যযৌ। এতৎ স্তোত্রস্য পঠনং পুত্রপৌত্রাদিবর্দ্ধনম্॥১৫॥ সঙ্কটানাশনঞ্চৈব ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতম্। গোপনীয়ং প্রযত্নেন মহাবন্ধ্যা প্রসূতিকৃৎ।।১৬।।

পদ্মপুরাণে সঙ্কটা স্তোত্রম্ সমাপ্ত।

হনূমৎ কবচম্

ওঁ নমো হনুমতে

অস্য হনূমৎকবচমন্ত্রস্য নারদঋষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দঃ হনুমান্ দেবতা মরুতাত্মজো বীজং অঞ্জনাসুত ইতি শক্তিঃ বায়ুপুত্র ইতি কীলকং হনুমৎপ্রসাদাৎ সিদ্ধ্যর্থে সর্ব্বারিষ্টশান্ত্যর্থে বিনিয়োগঃ।

হনুমান্ পূর্ব্বতঃ পাতু দক্ষিণে পবনাত্মজঃ। পাতু প্রতীচ্যাং রক্ষোঘ্নঃ পাতু সাগরতারকঃ। উদীচ্যামূর্দ্ধগঃ পাতু কেশরিপ্রিয়নন্দনঃ। অধস্তাদ্ বিষ্ণুভক্তশ্চ পাতু মধ্যে চ পাবনঃ। লঙ্কাপ্রদাহকঃ পাতু সর্ব্বপদ্‌ভ্যো নিরন্তরং। সুগ্রীব-সচিবঃ পাতু মস্তকং বায়ুনন্দনঃ। ভালং পাতু মহাবীরো ভ্রুবোর্মধ্যে নিরন্তরং। নেত্রে বনবিহারী চ (ছায়াপহারী চ) পাতু নঃ প্লবগেশ্বরঃ। কপোলৌ কর্ণমূলে তু পাতু শ্রীরামকিঙ্করঃ। নাসাগ্রমঞ্জনাসূনুঃ পাতু বক্ত্রং হরীশ্বরঃ। পাতু কর্ণঞ্চ দৈত্যারিঃ স্কন্ধৌ পাতু সুরার্চ্চিতঃ। ভূজৌ পাতু মহাতেজাঃ করৌ পাতু কপিপ্রভুঃ। নখান্নখায়ুধঃ পাতু কক্ষৌ পাতু কপীশ্বরঃ। বক্ষো মুদ্রাপহারী চ পাতু পার্শ্বং ভুজায়ুধঃ। লঙ্কাভিভঞ্জনঃ পাতু পৃষ্ঠেদেশে নিরন্তরং। নাভিঞ্চ রামদূতস্তু কটিং পাত্বনিলাত্মজঃ। গুহ্যং পাতু মহাপ্রাজ্ঞ ওষ্ঠং পাতু সদাশিবঃ। উরূ চ জানুনী পাতু লঙ্কাপ্রাসাদভঞ্জনঃ। জঙ্ঘে পাতু কপিশ্রেষ্ঠো গুল্‌ফৌ পাতু মহাবলঃ। অচলধারকঃ পাতু পাদৌ ভাস্করসন্নিভঃ। অঙ্গান্ মে শতসত্বাদ্যঃ পাতু পাদাঙ্গুলীঃ সদা। সর্ব্বাঙ্গানি মহাবীরঃ পাতু রোমাণি চাত্মবান্। হনুমৎকবচং যস্তু পঠেদ্‌বিদ্বান্ বিচক্ষণঃ। স এব পুরুষশ্রেষ্ঠো ভুক্তিং মুক্তিঞ্চ বিন্দতি। ত্রিকালমেককালং বা পঠেন্-মাসত্রয়ং নরঃ।

সর্ব্বশত্রূন্ রণে জিত্বা সর্ব্বত্র বিজয়ী ভবেৎ। স পুমান্ শ্রিয়মাপ্নোতি নাত্র সংশয়ঃ। অর্দ্ধরাত্রৌ জলে স্থিত্বা শতবারং পঠেত্তু যঃ। ক্ষয়াপস্মারকুষ্ঠাদিতাপজ্বরবিনাশনং। অর্কবারে ত্বর্কমূলে স্থিত্বা পঠতি যঃ

বিচক্ষণঃ। স এব পুরুষশ্রেষ্ঠো ভুক্তং মুক্তঞ্চ বিন্দাত। ত্রিকালমেককালং বা পঠেন্মাসত্রয়ং নরঃ।

সবর্বশত্রূন্ রণে জিত্বা সর্ব্বত্র বিজয়ী ভবেৎ। স পুমান্ শ্রিয়মাপ্নোতি নাত্র সংশয়ঃ। অর্দ্ধরাত্রৌ জলে স্থিত্বা শতবারং পঠেত্তু যঃ। ক্ষয়াপস্মারকুষ্ঠাদিতাপজ্বরবিনাশনং। অর্কবারে অর্কমূলে স্থিত্বা পঠতি যঃ পুমান্। স পুমান্ শ্রিয়মাপ্নোতি সংগ্রামে লভতে জয়ং। বুদ্ধিং বলং যশো বীর্য্যং নির্ভয়ত্ত্ব কপীশবৎ। শতার্দ্ধবারপঠনাৎ হনূমৎস্মরণাদ্ভবেৎ। মরণং বৈরিণাং সদ্যঃ কারণং সর্ব্বসম্পদঃ। শোকস্য হরণং রক্ষ বন্দে মারুতদারুণং; যঃ করে ধারয়েন্নিত্যং স পুমান্ শ্রিয়মাপ্নুয়াৎ। লিখিত্বা পূজয়েদ্যস্তু সর্ব্বত্র বিজয়ী ভবেৎ।

ইতি কূর্ম্মপুরাণে হনূমৎকবচং সমাপ্তম্।

শ্রীশ্রীহনুমানের অষ্টোত্তর শতনাম

সীতারে হরণ করি রাজা দশাননে। লঙ্কাতে আনিয়া রাখে অশোক কাননে।। সীতার উদ্ধার লাগি বীর হনুমান। রাম জয় ধ্বনি দিয়া সেইখানে যান।। জানকীর দরশন পাইয়া সেখানে। ভক্তিভরে প্রণমিল সীতার চরণে।। প্রণমিয়া হনুমান পরিচয় দিল। একে একে সব কথা সীতারে বলিল।। সব কথা শুনি সীতা বলে হনুমানে। তোমার সকল নাম বলহ এক্ষণে।। হনু বলে শোন মাগো বলি তব কাছে। অষ্টোত্তর শতনাম মোর যাহা আছে।। একে একে বলি সব করহ শ্রবণ। এ নাম শ্রবণে হয় বিঘ্ন বিনাশন।। এ নাম শ্রবণ যেবা করে ভক্তিভরে। ধনে পুত্রে লক্ষ্মী লাভ হয় তার ঘরে।।

পবন নন্দন নাম বিখ্যাত জগতে।১। কপীশ অপর নাম শুন শ্রবণেতে।।২।।
শ্রীরামচন্দ্রের দূত বলে বিভীষণ।৩। দেবগণ ডাকে মোরে অঞ্জনা নন্দন।।৪।।
বজরঙ্গবলী নাম মল্লযুদ্ধে খ্যাত।৫। ইন্দ্রজিত পাশে মহাবীর নামে খ্যাত।।৬।।
বায়ুসুত নামে মোরে ডাকেন শঙ্কর।৭। ভক্তশ্রেষ্ঠ নাম মোর অবনী ভিতর।।৮।।
দিক্‌পাল নাম মোর শমন ভবনে।৯। সঙ্কটনাশন সবে বলে কপিগণে।।১০।।
বিঘ্ননাশকারী নাম দিল অত্রি মুনি।১১। বিঘ্নরাজ নাম দিল লক্ষ্মণ আপনি।।১২।।
মহাকায় নামে মোরে কাত্যায়ণ ডাকে।১৩। প্রিয়ঙ্কর নামে মোরে নারায়ণ ডাকে।।১৪।।
রুদ্রপ্রিয় এক নাম ভুবনে বিদিত।১৫। সুমুখ নামেতে মোরে ডাকেন সম্বর্ত্ত।।১৬।।
বজ্রতুণ্ড নাম মোর দিল বজ্রধর।১৭। সদাদাতা নাম দেন রাম রঘুবর।।১৮।।
বিধাতা আমার নাম দিল পাপহন্তা।১৯। শুভদাতা বলে মোরে যতেক দেবতা।।২০।।
সোমসিদ্ধি নাম মোর কপিল রাখিল।২১। জপসিদ্ধি নামে মোরে অনিল ডাকিল।।২২।।
মহাদানী নাম রাখে অঞ্জনা জননী।২৩। কর্ম সিদ্ধিদাতা নাম বলে শূলপাণি।।২৪।।
কার্যসিদ্ধি নাম দিল দত্তাত্রেয় ঋষি।২৫। তপঃসিদ্ধি নামে ডাকে শাণ্ডিল্য মহর্ষি।।২৬।।
জনক আমার নাম সর্বজ্ঞ রাখিল।২৭। দক্ষরাজ মোর নাম স্বস্তিদঃ রাখিল।।২৮।।
পুরুস্বম নাম দিল ঋষি পুলস্ত্য।২৯। কৃষ্ণপিঙ্গল নাম রাখিল অগস্ত্য।।৩০।।
সবগুণময় ডাকে ব্রহ্মা পিতামহ।৩১। সত্যয় নামেতে মোরে ডাকিল পুলহ।।৩২।।
বিশুদ্ধাত্মা মোর নাম দিলেন কর্দম।৩৩। মহামৃত্যু নাম মোর রাখিলেন যম।।৩৪।।
ঋতম্ভর নামে মোরে ডাকে পাতঞ্জল।৩৫। ঋতম নামেতে ডাকে সপ্তর্ষি মণ্ডল।।৩৬।।

পুরুষ্বম নাম দিল ঋষি পুলস্ত্য।২৯। কৃষ্ণপিঙ্গল নাম রাখিল অগস্ত্য॥৩০॥

সর্বগুণময় ডাকে ব্রহ্মা পিতামহ।৩১। সত্যয় নামেতে মোরে ডাকিল পুলহ॥৩২॥
বিশুদ্ধাত্মা মোর নাম দিলেন কর্দম।৩৩। মহামৃত্যু নাম মোর রাখিলেন যম॥৩৪॥
ঋতম্ভর নামে মোরে ডাকে পাতঞ্জল।৩৫। ঋতম নামেতে ডাকে সপ্তর্ষি মণ্ডল॥৩৬॥
সর্বশুভঙ্কর নাম দিলেন শঙ্কর।৩৭। বিনায়ক নাম মোর দিল বিদ্যাধর॥৩৮॥
অভীষ্টদায়ক নাম দিল দেবসেনা।৩৯। চন্দ্রমৌলী নাম মোর দিলেন উষণা॥৪০॥
সত্যবক্র নাম মোরে দানিলেন মনু।৪১। বিশয়ক পুত্র নাম রাখিলেন ভানু॥৪২॥
বিশ্বামিত্র পাশে ব্রহ্মযোগ নামে খ্যাত।৪৩। সুব্রহ্মণ্য নামে মোরে ডাকিলেন মিত্র॥৪৪॥
বিনোদ আমার নাম বিদিত ভুবনে।৪৫। ব্রহ্মময় নামে মোরে যোগী ঋষি জানে॥৪৬॥
মহাশক্তিধর নাম রাখিল রাবণ।৪৭। মারুতি রাখিল নাম সুগ্রীব সুজন॥৪৮॥
সেনাপতি নাম মোর কপিগণ বলে।৪৯। শাখামৃগ এক নাম সকলেই বলে॥৫০॥
দুর্জনে স্তম্ভিয়া নাম হইল স্তম্ভন।৫১। রঙ্গলীলা করি তাই নাম যে রঙ্গন॥৫২॥
হিমাদ্রী রাখিল মোর নাম শক্তিমান।৫৩। কার্ত্তবীর্যার্জুন নাম দিল জ্ঞানবান॥৫৪॥
ইচ্ছাশক্তি বলে বিশ্ব ভ্রমিবারে পারি।৫৫। শঙ্খচিল রূপে আমি আকাশে বিচরি॥৫৬॥
ভক্তের পরমগতি বলে রুদ্রদেব।৫৭। রুদ্রসুত এক নাম দিল বিষ্ণুদেব॥৫৮॥
নামকন্যা মহীয়ান নাম মোর দিল।৫৯। ত্রৈলোক্য বিজয়ী বলি মাতঙ্গ বলিল॥৬০॥

কপিশ্বর নাম মোর দিলেক শ্রীভানু।৬১। হনুভঙ্গ হলে নাম রাখিল শ্রীহনু।।৬২।।
বসন্ত নামটি বলে পর্বত মলয়।৬৩। দ্বিতীয় রাহু নাম দিল গ্রহ রাহুবর।।৬৪।।
বিচিত্র আমার নাম রাখেন কমলা।৬৫। জানকী বলেন মোরে শিব কণ্ঠমালা।।৬৬।।
কুঞ্জর তনয় নাম জাম্বুবান বলে।৬৭। মলয় বাহক বলে পর্বত সকলে।।৬৮।।
রামদূত নাম দিল হৈমা মহাসতী।৬৯। অনন্ত নামেতে মোরে ডাকে উমাবতী।।৭০।।
অমরগণের মধ্যে ত্রিশক্তি ভূষণ।৭২। কেহ বা তপস্বী বলি করে সম্ভাষণ।।৭২।।
সম্পাতি আমার নাম দিল মেঘমালা।৭৩। বৃত্ত নাম দিল মোরে সুগ্রীবের শালা।।৭৪।।
বীরধড়া নাম মোর রাখিলেন তারা।৭৫। ঘূর্ণিত লোচন নাম রাখে মুনি দারা।।৭৬।।
শ্রীরাম বলেন মোরে রুদ্রের সোদর।৭৭। কটকের রাজা বলেন সুগ্রীব কপিবর।।৭৮।।
রাজপাত্র বলি নাম অঙ্গদ রাখিল।৭৯। খুড়া নামে বালি মহারাজ নাম দিল।।৮০।।
উর্বশীরা মোর নাম আদিমান বলিল।৮১। ত্রিশিরা আমার নাম বিষদণ্ড দিল।।৮২।।
বিচারের কর্তা নাম পশুগণ দিল।৮৩। ঐরাবত মোর নাম মহামন্ত্রী দিল।।৮৪।।
বিনোদ আমার নাম ঋষ্যমুখ বলে।৮৫। সুখে থাকি তাই মোরে সদাসুখী বলে।।৮৬।।
মহাবল নামে ডাকে যতেক মালিনী।৮৭।০ ভয়ত্রাতা নামে ডাকে বনের হরিণী।।৮৮।।
দ্বন্দ্বমালী নাম রাখে মালব্য ঠাকুর।৮৯। ত্রিজটা রাখিল নাম বিলাস ঠাকুর।।৯০।।

ত্রনাথ নামেতে ডাকে যত পক্ষীগণ।৯১। মেনকা রাখিল নাম ভুবন মোহন।।৯২।।
কপিগণ ডাকে মোরে রাম অনুচর।৯৩। মৃগাঙ্গ নামেতে ডাকে যতেক খেচর।।৯৪।।
নাম দিল।৯৫। পারবস্যিক কর্তা নাম নলিনী রাখিল।।৯৬।।

মহাবল নামে ডাকে যতেক মালিনী।৮৭।০ ভয়ত্রাতা নামে ডাকে বনের হরিণী॥৮৮॥
দ্বন্দ্বমালী নাম রাখে মালব্য ঠাকুর।৮৯। ত্রিজটা রাখিল নাম বিলাস ঠাকুর॥৯০॥
ত্রিনাথ নামেতে ডাকে যত পক্ষীগণ।৯১। মেনকা রাখিল নাম ভুবন মোহন॥৯২॥
কপিগণ ডাকে মোরে রাম অনুচর।৯৩। মৃগাঙ্গ নামেতে ডাকে যতেক খেচর॥৯৪॥
অঙ্গদ আমারে বিশ্বরূপ নাম দিল।৯৫। প্রারম্ভিক কর্তা নাম নলিনী রাখিল॥৯৬॥
ভারত সোদর বলে রামগুণমণি।৯৭। শত্রুজিৎ নামে ডাকে শত্রুঘ্ন আপনি॥৯৮॥
সত্রাজিৎ নামে ডাকে ঠাকুর লক্ষ্মণ।৯৯। মহাশক্তিমান নাম দিল মুনিগণ॥১০০॥
দিব্যজ্ঞানী নাম মোর কপিগণ দিল।১০১। সন্তারক নাম মোর বাল্মিকী রাখিল॥১০২॥
রায়কর মোর নাম বলেন তাপস।১০৩। মনে চিন্তা করি তাই নাম যে তাপস॥১০৪॥
মহিম আমার নাম দিল গন্ধর্বাদি।১০৫। পণ্ডিতাগ্র নাম মোর দিল সুগ্রীবাদি॥১০৫॥
লঙ্কাদগ্ধকারী নাম বিদিত ভুবনে।১০৭। ভক্তশ্রেষ্ঠ নাম মোর জানে সর্বজনে॥১০৮॥

দাস অনুদাস মাগো তোমার চরণে॥ অষ্টোত্তর শতনাম সমাপন হৈল। জয় জয় বজরঙ্গী সবে মিলে বল॥ এই নাম পাঠ কিংবা শোনে যেইজন। ধনে পুত্রে লক্ষ্মী লাভ করে সেইজন॥

—অষ্টোত্তর শতনাম সমাপ্ত—

শ্রীহনুমান চালিশা

শ্রীশ্রীরামচন্দ্রের ধ্যান

॥ দক্ষিণাংশে

দশরথং পুত্রাবেক্ষণতৎপরম্। পৃষ্ঠতো লক্ষ্মণং দেবং সচ্ছত্রং কনকপ্রভম্। পার্শ্বে ভরত-শত্রুঘ্নৌ তালবৃন্তকরাবুভৌ। অগ্রে ব্যগ্রং হনুমন্তং রামানুগ্রহকাঙ্ক্ষিণম্॥

প্রণাম

রামায় রামচন্দ্রায় রামভদ্রায় বেধসে। রঘুনাথায় নাথায় সীতায়া পতয়ে নমঃ। দক্ষিণে লক্ষ্মণো ধন্বী বামতো জানকী শুভা। পুরতো মারুতির্যস্য তং নমামি রঘূত্তম॥

রামস্তুতি

হে রাম! পুরুষোত্তম জানকীর পতি। হে কেশব নরহরি অযোধ্যার পতি॥ গোবিন্দ গরুড়ধ্বজ ওহে দীনবন্ধু। গুণনিধি দামোদর করুণার সিন্ধু। মাধব শ্রীধর হৃষিকেশ জগন্নাথ। হে কৃষ্ণ! কমলাপতি হে দ্বারিকানাথ। সীতাপতি রঘুপতি শ্রীপতি যদুপতি। বৈকুণ্ঠাধিপতি ওহে গোলকের পতি। ত্রিলোকের পতি লক্ষ্মীপতি ভগবান। এ সঙ্কটে প্রভু মোরে তুমি কর ত্রাণ॥

একশ্লোকী রামায়ণম্

আদৌ রাম তপোবনাদি গমনম্ হত্বা মৃগকাঞ্চনম্। বৈদেহী হরণং জটায়ু মরণং সুগ্রীব সম্ভাষণম্। বালী নির্দলনং সমুদ্রতরণং লঙ্কাপুরী দাহনম্। পশ্চাদ্রাবণ কুম্ভকর্ণ হননং এতদ্ধিরামায়ণম্॥

শ্রীরাম স্তুতি

ভজ মন শ্রীরামচন্দ্র কৃপালু দারুণ ভবভয়হরণম্। হে কমলনোচন দারুণ দয়াময় সুন্দরম্॥

কন্দর্প কোটি কোটি অমিত ছবি নবনীল নীরজসুন্দরম্। পট্ট পীতবাস তড়িতরুচিঃ শুচিঃ নমামি জনক সুতা বরম্।। ভজ দীনবন্ধু দীনেশ দানব দৈত্য বংশ বিমর্দনম্। রঘুনন্দন আনন্দকন্দ কৌশল্যানন্দ দশরথ নন্দনম্।। শিবমুকুট কুণ্ডল চারু তিলক উদার অঙ্গ বিভূষণম্। আজানু লম্বিত বাহু শর চাপ ধর সংগ্রামজিত খর-দূষণম্।। ইতি বদতি তুলসীদাস শঙ্কর শেষ মুনি-মন রঞ্জনম্। মম হৃদয় কুঞ্জে নিবাস কুরু, কামাদি খলদল ভঞ্জনম্।। ননু জাহি রাজেউ মিলিহি সো বর সহজ সুন্দর সাঁবরো। করুণা নিধান সুজান শীলসনেহূ জানত রাবরো এহি ভাঁতি গৌরী অশীষ মুনি সীয় সহিত হিয় হর্ষিত অলি। তুলসী ভবানী পূজি পুনি পুনি মুদিত মন মন্দির চলী।। দোঁহা—জানি গৌরী অনকূল সিয় হিয় হরব ন জাই কহি। মঞ্জুল মঙ্গল মূল বাণ অঙ্গ ফুরকন লগে।।

—তুলসীদাস কৃত রামস্তুতি—

জয় শ্রীরামচন্দ্রের জয়

রাম রামেতি রামেতি রমে রামে মনোরমে। সহস্রনাম তৎতুল্য রামনাম বরাননে।।

শ্রীরামাবতার

প্রকাশ হলেন কৃপাময় দীনদয়াল কৌশল্যা হিতকারী।

হরষিত ত্রিভুবন, মুনি-ঋষি দেবগণ, অদ্ভুত রূপ নেহারি।। লোচন অভিরাম, তনু ঘনশ্যাম, আপন আয়ুধ ভুজচারী। বনমালা ভূষণ, বিশাল নয়ন, অপরূপ শোভা খরধ্বংসকারী।। দু'টি কর যুক্ত করি, তব স্তুতি নতি করি, দয়া কর ওহে দয়াময়। বেদ পুরাণেতে কয়, জ্ঞানাতীত গুণময়, তব গুণ কে

বর্ণিতে পারে।। আমি অতি তুচ্ছ নর, তুমি দেব বিশ্বম্ভর, পরিব্যাপ্ত বিশ্বচরাচরে। করুণা সুখ সাগর, হে সর্বগুণের আকর, শ্রুতি স্মৃতি সীমা দিতে নারে।। পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ, তুমি নিত্য নিরঞ্জন, সকলেই জানে ত্রিভুবনে। শ্রীপাদ পদ্মেতে তব, নমি আমি শত শত, কৃপা কর এই দীন জনে।। ব্রহ্মাণ্ড নিরমিয়া, প্রতি রোমকূপে মায়া, চারবেদ এই কথা কহে। অজ্ঞান অবোধ জনে, এই কথা নাহি মানে, ধীর মতি স্থির হয়ে রহে।। অল্পমাত্র মম জ্ঞান, কি করিব গুণগান, তব নাম অমৃত সমান। ব্রহ্মা আদি দেবগণ, আর মুনি ঋষিগণ, সদা করে তোমার ধেয়ান।। পঞ্চমুখে পঞ্চানন, করে তব নাম গান, আনন্দে উন্মত্ত হয়ে নাচে। যে লীলা করিলে তুমি, তাহা কি বর্ণিব আমি, অবতরী ধরণীর মাঝে। শুন সব সাধুজনা, বৃথা কাল কাটায়ো না, একমনে ডাক ভাই তাঁরে। এই চরিত যে গায়, হরিপদ সেই পায়, মুক্তি পায় এ ভব সাগরে।।

শ্রীশ্রীরামচন্দ্র বন্দনা

আপদামপহন্তারং দাতারং সর্বসম্পদাম্। লোকভিরামং শ্রীরামং ভূয়ো ভূয়ো নমাম্যহম্।। রামায় রামচন্দ্রায় রামভদ্রায় বেধসে। রঘুনাথায় নাথায় সীতায়াঃ পতয়ে নমঃ।। নীলাম্বুজশ্যামল কোমলাঙ্গ, সীতসমারোপিত বামভাগম্। পাণৌ মহাসায়কচারুচাপং নমামি রামং রঘুবংশ নাথম্।। ওঁ রাং শ্রীরামচন্দ্রায় নমঃ।

শ্রীহনুমান স্তুতি

হনুমানঞ্জনীসূনুং বায়ুপুত্রো মহাবলঃ। রামেষ্ট ফাল্গুনসখঃ পিঙ্গাক্ষহমিত বিক্রমঃ।। উদধিক্রমণশ্চৈব

হনুমানঞ্জনীসূনুং বায়ুপুত্রো মহাবলঃ। রামেষ্ট ফাল্গুনসখঃ পিঙ্গাক্ষহমিত বিক্রমঃ।। উদধিক্রমণশ্চৈব

সীতাশোক বিনাশনঃ। লক্ষ্মণ প্রাণদাতা চ দশগ্রীবস্য দর্পণা।। এবং দ্বাদশ নামানি কপিন্দ্রস্য মহাত্মনঃ। স্বাপকালে প্রবোধে চ যাত্রাকালে চ যঃ পঠেৎ।। তস্য সর্ব ভয়ং নাস্তি রণে চ বিজয়ী ভবেৎ। রাজদ্বারে গহ্বরে চ ভয়ং নাস্তি কদাচন।। হনুমান এক নাম সকলেই কয়। আর এক নাম তাঁর অঞ্জনাতনয়।। বায়ুপুত্র নাম তাঁর হয় তৃতীয়টি। মহাবল নাম তাঁর হয় চতুর্থটি। রামেষ্ট (রামের প্রিয়) তাঁহার নাম হয় পঞ্চমেতে। ফাল্গুনসখা (অর্জুনের মিত্র) এক নাম হয় যে ষষ্ঠেতে। সপ্তমে পিঙ্গাক্ষ নাম সকলেই ভণে। অষ্টমে অতিম বিক্রম সকলেই জানে। নয়েতে উদধিক্রমণ (সমুদ্র লঙ্ঘনকারী) নাম তিনি ধরে। দশেথে সীতাশোক বিনাশ যে করে।। একাদশে লক্ষ্মণের হল প্রাণদাতা। দ্বাদশেতে তিনি দশগ্রীব (রাবণ) দর্পহা।। কপিন্দ্রের দ্বাদশ নাম যেবা পাঠ করে। যাত্রাকালে প্রবাসে বা নৃপতির দ্বারে।। সর্বকালে সর্বস্থানে বিজয়ী সে হন। কোন কালে ভয় তার নাহি কদাচন।।

হনুমানজীর বন্দনা

মহলে মূরতি তব মারুত নন্দন। সকল অমঙ্গল বিঘ্ন বিনাশন।। পবন তনয় সাধুজন হিতকারী। হৃদয়ে বিরাজ কর রক্ষকূল অরি।।

শ্রীহনুমান চালিশা

শ্রীগুরু চরণ পদ্ম স্মরি মনে মনে। কোটি কোটি প্রণমিনু তাঁহার চরণে।। শ্রীরামের চরণপদ্ম করিয়া স্মরণ। চতুর্বর্গ ফল যাহে লভি অনুক্ষণ। বুদ্ধিহীন জনে ওহে পবন কুমার। ঘুচাও মনের যত ক্লেশ ও বিকার।।

পয়ার—জয় হনুমান জ্ঞান গুণের সাগর। জয় হে কপীশ প্রভু কৃপার সাগর। শ্রীরামের দূত অতুলিত বলধাম। অঞ্জনার পুত্র পবনসুত নাম ॥১॥ মহাবীর বজরঙ্গী তুমি হনুমান। সুমতি নাশিয়া কর সুমতি প্রদান ॥২॥ কাঞ্চন বরণ তব তুমি হে সুবেশ। কর্ণেতে কুণ্ডল শোভে কুঞ্চিত কেশ ॥৩॥ হাতে বজ্র তব আর ধ্বজা বিরাজে। সুন্দর গদাটি কাঁধে তোমার যে সাজে ॥৪॥ অপরূপ বাহু তব পবন নন্দন। মহাতেজ ও প্রতাপ জগত বন্দন ॥৫॥ বিদ্যাবান গুণবান তুমি হে চতুর। শ্রীরামচন্দ্রের কার্যে তুমি হে আতুর ॥৬॥ সর্বদা রামের আজ্ঞা করিতে পালন। হৃদে রাখ সদা রাম সীতা ও লক্ষ্মণ ॥৭॥ সূক্ষ্মরূপ ধরি তুমি লঙ্কা প্রবেশিলে। ধরিয়া বিকট রূপ লঙ্কা দগ্ধ কৈলে ॥৮॥ ভীম রূপ ধরি তুমি অসুর সংহর। শ্রীরামচন্দ্রের তুমি সর্ব কাজ কর ॥৯॥ সঞ্জীবন আমি তুমি বাঁচালে লক্ষ্মণ। রঘুবীর হন তাহে আনন্দিত মন ॥১০॥ রঘুনাথ দিল তোমা আলিঙ্গন দান। কহিলেন তুমি ভাই ভরত সমান ॥১১॥ সহস্র বদন তব গাবে যশ খ্যাতি। এই বলি আলিঙ্গন করেন শ্রীপতি ॥১২॥ সনকাদি ব্রহ্মাদি যতেক দেবগণ। নারদ সারদ আদি দেব ঋষিগণ ॥১৩॥ যম ও কুবের আদি দিকপালগণে। কবি ও কোবিদ যত আছে ত্রিভুবনে ॥১৪॥ সুগ্রীবের উপকার তুমি যে করিলে। রামসহ মিলাইয়া রাজপদ দিলে ॥১৫॥ তোমার মন্ত্রণা সব বিভীষণ মানিল। লঙ্কেশ্বরের ভয়ে সবে কম্পমান ছিল ॥১৬॥ সহস্র যোজন ঊর্ধ্বে সূর্য্যদেবে দেখে। সুমধুর ফল বলি ধাইলে গ্রাসিতে ॥১৭॥ জয় রাম বলি তুমি অসীম সাগর। পার হয়ে প্রবেশিলে লঙ্কার ভিতর ॥১৮॥ দুর্গম যতেক কাজ আছে ত্রিভুবনে। সুগম

করিলে তুমি সব রাম গানে ॥১৯॥ চিরদ্বারী আছ তুমি শ্রীমের দ্বারে। তব আজ্ঞা বিনা কারে

সহস্র যোজন ঊর্ধ্বে সূর্য্যদেবে দেখে। সুমধুর ফল বলি ধাইলে গ্রাসিতে।।১৭।। জয় রাম বলি তুমি অসীম সাগর। পার হয়ে প্রবেশিলে লঙ্কার ভিতর।।১৮।। দুর্গম যতেক কাজ আছে ত্রিভুবনে। সুগম করিলে তুমি সব রাম গানে।।১৯।। চিরদ্বারী আছ তুমি শ্রীমের দ্বারে। তব আজ্ঞা বিনা কারে প্রবেশিতে নারে।।২০।। শরণ লইনু প্রভু আমি যে তোমারি। তুমিই রক্ষক মোর আর কেহ ডরি।।২১।। নিজ তেজ নিজে তুমি কর সম্বরণ। তোমার হুঙ্কারে দেখ কাঁপে ত্রিভুবন।।২২।। ভূত প্রেত পিশাচ কাছে আসিতে না পারে। মহাবীর তব নাম যেইজন স্মরে।।২৩।। রোগ নাশ কর আর সর্ব পীড়া হর। মহাবীর নাম যেবা স্মরে নিরন্তর।।২৪।। সঙ্কটেতে হনুমান উদ্ধার করিতে। তাঁহার চরণে যেবা মন প্রাণ দিবে।।২৫।। সর্বোপরি রামচন্দ্র তপস্বী ও রাজা। শ্রীরামের অরিগণে তুমি দিলে সাজা।।২৬।। তোমার চরণে যেবা মন প্রাণ দিবে। এ জীবনে সেইজন সদা সুখ পাবে।।২৭।। প্রবল প্রতাপ তব হে বায়ু নন্দন। চার যুগ উজ্জ্বল রহিবে ত্রিভুবন।।২৮।। সাধু সন্ন্যাসীরে রক্ষা কর মতিমান। শ্রীরামের প্রিয় তুমি অতি গুণবান।।২৯।। অষ্টসিদ্ধি নবসিদ্ধি যাহা কিছু রয়। সকলই সিদ্ধ হয় তোমার কৃপায়।।৩০।। রাম রামায়ণ আছে তব নিকটেই। শ্রীরামের দাস হয়ে রয়েছ সদাই।।৩১।। তোমার ভজন কৈলে রামকে পাইবে। জনমে জনমে তার দুঃখ ঘুচে যাবে।।৩২।। অন্তকালে পাবে সেই রামের চরণ। এই সার কথা সব শুন ভক্তগণ।।৩৩।। সব ছাড়ি বল সবে জয় হনুমান। হনুমন্ত সর্বসুখ করিবে প্রদান।।৩৪।। সর্ব দুঃখ দূরে যাবে সঙ্কট কাটিবে। যেইজন হনুমন্তে স্মরণ করিবে।।৩৫।। জয় জয় জয় জয় হনুমান গোঁসাই। তব কৃপা ভিন্ন আর কোন গতি নাই।।৩৬।। যেইজন শতবার ইহা পাঠ করে। সকল অশান্তি তার চলে যায় দূরে।।৩৭।। হনুমান চালিশা যে করেন পঠন। সর্বকার্য্যে সিদ্ধিলাভ করে সেইজন।।৩৮।। তুলসীদাস সর্বদাই শ্রীহরির দাস। মনের মন্দিরে প্রভু কর সদা বাস।।৩৯।।

ত্রিপদী—পবন নন্দন, সঙ্কট হরণ, মঙ্গল মূরতি রূপ। শ্রীরাম লক্ষ্মণ, জানকী রঞ্জন, তুমি হৃদয়ের ভূপ।।৪০।। পবন নন্দন, প্রবল বিক্রম, রাম অনুগত অতি। চালিশা হেথায়, সমাপন হয়, পদে থাকে যেন মতি।।

—ইতি শ্রীহনুমান চালিশা—

শ্রীহনুমানাষ্টক

জয় জয় মহাবীর হনুমান জয়। ভক্তি শিক্ষা করি প্রভু তোমার কৃপায়। বাল্যকালে দিবাকরে করিলে ভক্ষণ। তাহে অন্ধকার হৈল এই ত্রিভুবন।। ত্রাসেতে ত্রিলোক সব কাঁপে থর থরে। কেন বা এমন হৈল সবে চিন্তা করে। দেবগণ আসি তোমা মিনতি করিলে। রবি ছাড়ি জগতের কষ্ট নিবারিলে। কেহ জানিত না কপি নামটি তোমার। সঙ্কট মোচন নাম হয় যে তোমার।।১।। কলির ত্রাস যে তুমি গিরি বাসকারী। জন্মাবধি প্রভু তোমা সন্ন্যাসী নেহারি।। সহসা মহামুনি তোমা শাপ দিলে। কি জানি কি বিচার তুমি করেছিলে।। পরম দয়াল তুমি জানে সর্বজন। এ দাসের দুঃখ তুমি কর নিবারণ।।২।। অঙ্গদেরে সঙ্গে লয়ে সীতা অন্বেষণে। সন্ধান করিলে তুমি ফিরি বনে বনে।। পাহাড় পর্বতে তুমি ঘুরিয়া ঘুরিয়া।। মহাসাগরের তীরে রহিলে বসিয়া।। বানরগণেরে তুমি দিলে আশ্বাসন। কৃপা করি কর মোর সঙ্কট মোচন।।৩।। জয় রাম বলি তুমি এক লম্ফ দিলে। আকাশ পথেতে তুমি লঙ্কায় চলিলে।। শেষে লঙ্কা রাজ্যে গিয়া দিলে দরশন। করিতে লাগিলে তুমি সীতা অন্বেষণ।।

অশোক কাননে সীতা পাইলে দেখিতে। আমারে রক্ষহ তুমি এই সঙ্কটেতে।।৪।। রামের অঙ্গুরী দিয়া জানকীর করে। প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলে এক ধারে।। চেড়ীগণ মুখে রাবণ পাইল শুনিতে। দূতগণে

সীতা অন্বেষণে। সন্ধান করিলে তুমি ফির বনে বনে।। পাহাড় পর্বতে তুমি ঘুরিয়া ঘুরিয়া।। মহাসাগরের তীরে রহিলে বসিয়া।। বানরগণেরে তুমি দিলে আশ্বাসন। কৃপা করি কর মোর সঙ্কট মোচন।।৩।। জয় রাম বলি তুমি এক লম্ফ দিলে। আকাশ পথেতে তুমি লঙ্কায় চলিলে।। শেষে লঙ্কা রাজ্যে গিয়া দিলে দরশন। করিতে লাগিলে তুমি সীতা অন্বেষণ।।

অশোক কাননে সীতা পাইলে দেখিতে। আমারে রক্ষহ তুমি এই সঙ্কটেতে।।৪।। রামের অঙ্গুরী দিয়া জানকীর করে। প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলে এক ধারে।। চেড়ীগণ মুখে রাবণ পাইল শুনিতে। দূতগণে পাঠাইল বাঁধিয়া আনিতে।। সূক্ষ্ম দেহে মহাবীর তুমি দিলে ধরা। আমার সঙ্কট প্রভু দূর কর ত্বরা।।৫।। অতঃপর বিরাট রূপ করিলে ধারণ। যত বস্ত্র ছিল ল্যাজে বাঁধে দূতগণ।। তাহে অগ্নি জ্বালাইল রাবণ আদেশে। তুমি জয় রাম বলি উঠিলে আকাশে।। সে আগুনে সারা লঙ্কা করিলে দাহন। এ দাসের কর প্রভু সঙ্কট মোচন।।৬।। অশোক কাননে তুমি এলে পুনরায়। লঙ্কা দগ্ধ এ সংবাদ জানালে সীতায়। শুনিয়া জনকসুতা আনন্দিত হৈল। বর দিয়া তোমার অগ্নি জ্বালা নিবারিল।। আম্রকুঞ্জে ঢুকি সব কৈলে খান খান। মোরে তুমি এ সঙ্কটে কর পরিত্রাণ।।৭।। সীতার সন্ধান লয়ে ফিরিয়া আসিলে। শ্রীরামের শ্রীচরণে সকলি জানালে। অতঃপর করা হলো সাগর বন্ধন। লঙ্কাপুরী প্রবেশিলে লয়ে সৈন্যগণ। মৃত সঞ্জীবনী আনি লক্ষ্মণে বাঁচাও। কৃপা করি এ দাসের সঙ্কট ঘুচাও।।৮।। জয় জয় মহাবীর হনুমান জয়। ভক্তিরূপ শিক্ষা দিলে জগতে সবায়। জয় জয় বজরঙ্গী চির ধন্য তুমি। তোমার চরণে সদা প্রণত যে আমি। তুমি হও শ্রেষ্ঠ ভক্ত বিশ্ব চরাচরে। রামরূপ দেখাইলে হৃদয় মাঝারে।। নিজ বক্ষ নিজে তুমি করি বিদারণ। তার মাঝে রামরূপ করালে দর্শন।। হনুমানাষ্টক হেথা সমাপ্ত হইল। জয় রাম জয় হনুমান ভক্তগণ বল।।

শ্রীহনুমানজীর আরতি

আরতি কিয়ে হনুমান লাল কি। দুষ্ট দলন রঘুনাথ ভক্ত কি॥ গিরিবর কাঁপে যার প্রবল শক্তিতে। রোগ শোক তাপ আদি না আসে কাছেতে॥১॥ জয় হনুমানজী কি। অঞ্জনার পুত্র মহাবলবান। শিষ্টের পালনকারী দুষ্টের দলন॥২॥ জয় হনুমানজী কি। যে বীরে রঘুনাথ লঙ্কা পাঠাইল। লঙ্কা দগ্ধ করি আসি রামে প্রণমিল॥৩॥ জয় হনুমানজী কি। রামনামে অগাধ সমুদ্র পার হৈলে। পবন নন্দন তাহে ভয় না পাইল॥৪॥ জয় হনুমানজী কি। লঙ্কায় যাইয়া অসুর বিনাশিল। শ্রীরামচন্দ্রের কাজ সমাধা করিল॥৫॥ জয় হনুমানজী কি। যুদ্ধেতে লক্ষ্মণ মূর্ছা গেল শক্তিশেলে। সঞ্জীবন আমি তাঁর প্রাণ বাঁচাইলে॥৬॥ জয় হনুমানজী কি। পাতালেতে গিয়া পাতাল জয় করে। অনায়াসে বধ কৈলে অহীরাবণেরে॥৭॥ জয় হনুমানজী কি। বাম হস্তে কর তুমি অসুর দলন। দক্ষিণ হস্তেতে কর সাধুর রক্ষণ॥৮॥ জয় হনুমানজী কি। আরতি করে সুর নর মুনিগণ। সবে বলে জয় জয় পবন নন্দন॥৯॥ জয় হনুমানজী কি। সুবর্ণ থালাতে কর্পূর লয়ে করে। অঞ্জনা জননী তব আরতি করে॥১০॥ জয় হনুমানজী কি। শঙ্খ বাজে ঘন্টা বাজে বাজে করতাল। মধুর মৃদঙ্গ বাজে শুনিতে রসাল॥১১॥ জয় হনুমানজী কি। ঘৃতের প্রদীপ সবে করে প্রজ্বালন। চামর ব্যজন করে যত ভক্তগণ॥১২॥ জয় হনুমানজী কি। হনুমানজীর আরতি যেবা করে গান। অন্তকালে সেই ভক্ত বৈকুণ্ঠেতে যান॥১৩॥ জয় হনুমানজী কি।

—ইতি শ্রীহনুমানজীর আরতি—

হনুমৎ স্তব

ওঁ

অতুলিত বলধামং হেমশৈলাভ দেহং। দনুজবনকৃশানং জ্ঞানিনামাগ্রগণ্যম্ ॥১॥

জয় হনুমানজী কি।

—ইতি শ্রীহনুমানজীর আরতি—

হনুমৎ স্তব

অতুলিত বলধামং হেমশৈলাভ দেহং। দনুজবনকৃশানং জ্ঞানিনামাগ্রগণ্যম্॥১॥

বঙ্গানুবাদ—যাঁহার হৃদয়ে ধনুর্বাণধারী শ্রীরামচন্দ্র সদা বিরাজিত, যিনি রাক্ষসরূপী অরণ্যকে দগ্ধ করিয়াছিলেন, সেই পবননন্দনকে আমি প্রণাম করি। তিনি অতুলতি শক্তির ভাণ্ডার, স্বর্ণ-গিরি সুমেরু সমান যাঁহার দেহকান্তি, তিনি রাক্ষসরূপ অরণ্য ধ্বংসকারী এবং জ্ঞানীগণের অগ্রগণ্য, তাঁহাকে প্রণাম করি॥১॥

সকলগুণনিধানং বানরানামাধীশং। রঘুপতি প্রিয় ভক্ত বাতজাতং নমামি॥২॥

বঙ্গানুবাদ—যিনি সকলগুণের আকর, যিনি বানরগণের অধীশ্বর, যিনি রঘুপতি শ্রীরামচন্দ্রের প্রিয় ভক্ত, সেই পবনপুত্রকে আমি প্রণাম করি॥২॥

গোষ্পদীকৃত বারীশং মশকীকৃত রাক্ষসম্। রামায়ণ মহামালারত্নং বন্দেহনিলাত্ম-জম্॥৩॥

বঙ্গানুবাদ—যিনি সমুদ্রকে গরুর খুরের জলমাত্র করিয়াছেন, রাক্ষসকুলকে মশকের ন্যায় দলিত করিয়াছেন, রামায়ণরূপী মহামালারত্ন স্বরূপ সেই অনিলাত্মজ শ্রীহনুমানকে প্রণাম করি॥৩॥

অঞ্জনানন্দনং বীরং জানকী শোকনাশনম্। কপীশমক্ষ হন্তারং বন্দে লঙ্কাভয়ঙ্করম্॥৪॥

বঙ্গানুবাদ—যিনি অঞ্জনার নয়নানন্দ প্রবল প্রতাপ বীর, যিনি মা জানকীর শোক নিবারণকারী রক্ষ-সংহারক, লঙ্কার ভয়ঙ্কর ভীতি উৎপাদনকারী সেই কপিরাজ শ্রীহনুমানজীকে আমি বন্দনা করি॥৪॥

উল্লঙ্ঘ্য সিন্ধো সলিলং যঃ শোকবহ্নি জনকাত্মজায়াঃ। আদায় তেনৈব দদাহ লঙ্কা নমামি তং প্রাঞ্জলিরাঞ্জনেয়ম্ ।।৫ ।।

বঙ্গানুবাদ—যিনি সিন্ধু সলিল উল্লঙ্ঘন করিয়া জনকাত্মজা সীতার শোকাগ্নি লইয়া সেই অগ্নিতে লঙ্কাকে জ্বালাইয়াছিলেন, সেই অঞ্জনেয়কে আমি করযোড়ে প্রণাম করি ।।৫ ।।

মনোজবং মারুততুল্যবেগং জিতেন্দ্রিয়ং বুদ্ধিমতাং বরিষ্ঠম্। বাতাত্মজং বানরযূথং মুখ্যং শ্রীরামদূতং শরণং প্রপদ্যে ।।৬ ।।

বঙ্গানুবাদ—যিনি মনের ন্যায় শীঘ্রগতিযুক্ত এবং পবনতুল্য মহাবেগবান, যিনি ইন্দ্রিয় বিজয়ী, বুদ্ধিমানগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সেই বায়ুপুত্র বানরগণের অগ্রণী সেই শ্রীরামচন্দ্রের দূতের শরণ লইলাম ।।৬।।

অঞ্জনেয়মতিপাটলাননং কাঞ্চনাদ্রিকমনীয় বিগ্রহম্। পারিজাত তরুমূলবাসিনং ভাবয়ামি পরমানন্দম্ ।।৭ ।।

বঙ্গানুবাদ—যাঁহার বদন রক্তবর্ণ এবং স্বর্ণগিরি সমান দেহকান্তি, যিনি পারিজাত বৃক্ষমূলে বাস করেন, সেই পরমানন্দ হনুমানজীকে আমি চিন্তা করি ।।৭ ।।

যত্র যত্র রঘুনাথকীর্তনং তত্র তত্র কৃতমস্তকাঞ্জলিম্। বাষ্পবারিপরিপূর্ণ লোচনং মারুতি নমত রাক্ষসান্তকম্ ।।৮ ।।

বঙ্গানুবাদ—যে যে স্থানে শ্রীরঘুনাথের নাম কীর্তন হয়, সেই সেই স্থানে স্ব-মস্তকে অঞ্জলি ধারণপূর্বক সাশ্রুনেত্রে শ্রীহনুমানজী উপস্থিত থাকেন। সেই রাক্ষসবংশ ধ্বংসকারী কাল স্বরূপ মারুতিকে নমস্কার করি ।।৮ ।।

যত্র যত্র রঘুনাথকীর্তনং তত্র তত্র কৃতমস্তকাঞ্জলিম্। বাষ্পবারিপরিপূর্ণ লোচনং মারুতি নমত রাক্ষসান্তকম্।।৮।।

বঙ্গানুবাদ—যে যে স্থানে শ্রীরঘুনাথের নাম কীর্তন হয়, সেই সেই স্থানে স্ব-মস্তকে অঞ্জলি [illegible] শ্রীহনুমানজী উপস্থিত থাকেন। সেলই রাক্ষসবংশ ধ্বংসকারী কাল স্বরূপ মারুতিকে নমস্কার করি।।৮।।

প্রণাম

মনোজবং মারুততুল্য বেগং জিতেন্দ্রিয় বুদ্ধিমতাং বরিষ্ঠম্। বাতাত্মজং বানরযূথং মুখ্যং শ্রীরামদূতং শিরসা নমামি।।

ওঁ শ্রীশ্রীসীতালক্ষ্মভরতশত্রুঘ্নহনুমন্তসমেত
শ্রীরামচন্দ্র পরমব্রহ্মণে নমঃ।

শ্রীশ্রীহনুমানের স্তব

শ্রীহনুমানমঞ্জনী সূনুং বায়ুপুত্র মহাবল। রামেষ্ট ফাল্গুনী সখঃ পিঙ্গাক্ষমিত বিক্রমঃ। উদাধক্রমনশ্চৈব সীতাশোক বিনাশনঃ। লক্ষ্মণ প্রাণদাতা চ দশাগ্রীবস্য দর্পহা। এবং দ্বাদশ নামানি কপিন্দ্রস্য মহাত্মনঃ। স্বাপকালে প্রবাসে চ যাত্রাকালে চ যঃ পঠেৎ।। তস্য সর্ব ভয়ং নাস্তি রণে চ বিজয়ী ভবেৎ।। তস্য সর্ব ভয়ং নাস্তি রণে চ বিজয়ী ভবেৎ।। রাজদ্বারে গহ্বরে চ ভয়ং নাস্তি কদাচন।

—ইতি শ্রীহনুমানের দ্বাদশ নাম স্তব—

শ্রীহনুমানজীর বন্দনা

মোহন মূরতি তব মারুত নন্দন। সর্ব অমঙ্গল বিঘ্ননাশ পবন নন্দন।। পবন তনয় সাধুজন হিতকারী। হৃদয়ে বিরাজ কর রক্ষকুল অরি।।

শ্রীহনুমান চালীসা

(হিন্দী ও বঙ্গানুবাদ)

দোহা

শ্রীগুরু চরণ সরোজ রজ, নিজ মনু মুকুরু সুধারি। বরনউঁ রঘুবর বিমল জসু, জো দাযকু ফল চারি।।

গুরুচরণ পবিত্র ধূলা মানস দর্পণকে সুপবিত্র করে শ্রীরঘুবরের বিমল যশ বর্ণনা করলে ও শ্রবণ করলে ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্বর্গ ফল লাভ হয়।

বুদ্ধিহীন তনু জানিকে, সুমিরৌ পবনকুমার। বল বুধি বিদ্যা দেহুঁ মোহি, হরহুঁ কলেশ বিকার।।

হে পবন কুমার। আমি জ্ঞান-বুদ্ধিহীন দুর্বল। আমাকে বল-বুদ্ধি দিয়ে আমার সমস্ত ক্লেশ ও মনের বিকার দূর করুন।

চৌপাঈ

জয় হনুমান জ্ঞান গুণ সাগর। জয় কপীস তিহুঁ লোক উজাগর।। ১ ।।

হে হনুমান! আপনার জয় হোক, আপনি অসীম গুণের সাগর। ত্রিলোকে আপনার তুলনা নাই। ত্রিলোকে আপনার কীর্তি উজ্জ্বল হয়ে আছে।। ১ ।।

রাম দূত অতুলিত বল ধামা! অঞ্জনী-পুত্র পবনসুত নামা ।।২ ।।

আপনি রামচন্দ্রের দূত ও অসীম বলশালী। আপনি অঞ্জনার পুত্র ও পবন নন্দন নামে ত্রিলোকে বিখ্যাত হয়ে আছেন ।।২ ।।

মহাবীর বিক্রম বজরঙ্গী। কুমতি নিবার সুমতি কে সঙ্গী ।।৩ ।।

হে মহাবীর বজরঙ্গবলী! আমার কুমতি ধ্বংস করে সুমতি দিন ।।৩ ।।

কঞ্চন বরণ বিরাজ সুবেসা। কানন কুণ্ডল কুঞ্চিত কেশা ।।৪ ।।

আপনার মনোহর বেশ এবং কাঞ্চনের ন্যায় বর্ণ, আপনার কর্ণে কুন্তল এবং কুঞ্চিত কেশ ।।৪ ।।

হাত বজ্র ঔ ধ্বজা বিরাজৈ। কাঁধে মূঁজ জনেঊ সাজৈ ।।৫ ।।

আপনার হস্তে বজ্র ও ধ্বজা এবং স্কন্ধে মহাগদা শোভা পাচ্ছে ।।৫ ।।

শঙ্কর সুবন কেশরী-নন্দন। তেজ প্রতাপ মহা জগ-বন্দন ।।৬ ।।

হে মহারুদ্র শঙ্কর অবতার! হে কেশরী নন্দন! আপনার তেজ ও প্রতাপকে ত্রিজগৎ বন্দনা করে ।।৬ ।।

বিদ্যাবান গুণী অতি চতুর। রাম কাজ করিবে কো আতুর ।।৭ ।।

আপনি অতি চতুর, বিদ্বান ও গুণবান। সর্বদা আপনি শ্রীরামের কার্যে ব্যস্ত থাকতে ভালবাসেন ।।৭ ।।

প্রভু চরিত্র সুনিবে কো রসিয়া। রাম লখন সীতা মন বসিয়া ।।৮ ।।

আপনি রামচন্দ্রের গুণকীর্তন শ্রবণ করেন। শ্রীরাম লক্ষ্মণ ও সীতা সর্বদা আপনার হৃদয়ে বর্তমান ।।৮ ।।

সূক্ষ্মরূপ ধরি সিয়হিঁ দিখাবা। বিকট রূপ ধরি লঙ্ক জরাবা।।৯।।

আপনি সূক্ষ্মরূপ ধারণ করে সীতাকে দর্শন দিলেন, আবার ভয়ঙ্কর মূর্তি ধারণ করে স্বর্ণলঙ্কা দগ্ধ করলেন।।৯।।

ভীমরূপ ধরি অসুর সংহারে। রামচন্দ্র কে কাজ সঁবারে।।১০।।

আপনি ভীষণ রূপ ধারণ করে রক্ষকুল বিনাশ করলেন আর শ্রীরামচন্দ্রের সকল উদ্দেশ্য সফল করলেন।।১০।।

লায় সঞ্জীবন লখন জিয়ায়ে। শ্রীরঘুবীর হরষি উর লায়ে।।১১।।

আপনি গন্ধমাদন পর্বত থেকে সঞ্জীবন এনে লক্ষ্মণের জীবন রক্ষা করে শ্রীরামকে আনন্দ দান করলেন। রামচন্দ্র আপনাকে আনন্দ দিলেন।।১১।।

রঘুপতি কীন্‌হী বহুত বড়াঈ। তুম মম প্রিয় ভরতহি সম ভাই।।১২।।

আপনি ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের কাছে অজস্র প্রশংসা পেলেন। তিনি আপনাকে তাঁর ভাই ভরতের সমান বললেন।।১২।।

সহস বদন তুম্‌হারো য়স গাবৈঁ। অস কহি শ্রীপতি কণ্ঠ লগাবৈঁ।।১৩।।

সহস্র বদনে সকলে আপনার যশোকীর্তন করবে। সকলে আপনাকে শ্রীরামের কণ্ঠহার বলে মনে করবে।।১৩।।

সহস বদন তুম্হারো য়স গাবৈঁ। অস কহি শ্রীপতি কণ্ঠ লগাবৈঁ।।১৩।।

সহস্র বদনে সকলে আপনার যশোকীর্তন করবে। সকলে আপনাকে শ্রীরামের কণ্ঠহার বলে মনে করবে।।১৩।।

সনকাদিক ব্রহ্মাদি মুনিসা। নারদ সারদ সহিত অহীসা।।১৪।।

সনক সনন্দাদি, ব্রহ্মাদি ও মুনিবৃন্দ ও দেবতামণ্ডলী এবং শেষনাগও আপনার গুণগানে মুখরিত।।১৪।।

য়ম-কুবের দিকপাল জহাঁ তে। কবি কোবিদ কহি সকে কহাঁ তে।।১৫।।

যম কুবেরাদি দিকপালগণ এবং কবি কোবিদ বিদ্বানগণ সকলেই আপনার যশোগান করলেন।।১৫।।

তুম উপকার সুগ্রীবহিঁ কীন্হা। রাম মিলায় রাজপদ দীন্হা।।১৬।।

আপনি সুগ্রীবের অনেক উপকার করলেন। আপনার কৃপায় তিনিও শ্রীরামের দর্শন পেলেন এবং রাজপদ লাভ করলেন।।১৬।।

তুম্হরো মন্ত্র বিভীষণ মানা। লঙ্কেশ্বর ভয়ে সব জগ জানা।।১৭।।

আপনার উপদেশেই রাবণের ভাই বিভীষণ শ্রীরামচন্দ্রের চরণ দর্শন পেয়েছেন এবং তাঁকে অনুসরণ করে রাজপদ পেয়েছেন।।১৭।।

জুগ সহস্র যোজন পর ভানু। লীল্যো তাহি মধুর ফল জানু।।১৮।।

সহস্র যোজন ওপরে সূর্যদেব ছিলেন, আপনি সেই সূর্যদেবকে ফল মনে করে ধরতে গিয়েছিলেন।।১৮।।

প্রভু মুদ্রিকা মেলী মুখ মাহী। জলধি লাঘিঁ গয়ে অচরজ নাহী।।১৯।।

আপনি শ্রীরামের নাম করে বিশাল সমুদ্র অতিক্রম করেছিলেন। সেই সমুদ্রও আপনার সহায় হয়েছিলেন। শেষে সমুদ্র আপনার স্তব করেছিলেন।।১৯।।

দুর্গম কাজ জগত কে জেতে। সুগম অনুগ্রহ তুমহরে তেতে।।২০।।

জগতের সমস্ত কঠিন কাজ সহজে আপনি সম্পন্ন করেছিলেন।।২০।।

রাম দুবারে তুম রখবারে। হোত ন আজ্ঞা বিনু পৈসারে।।২১।।

আপনি শ্রীরামচন্দ্রের দ্বার রক্ষা করেছিলেন। আপনার আদেশ ছাড়া সেখানে কেউ প্রবেশ করতে সক্ষম হননি।।২১।।

সব সুখ লহৈ তুম্হারী সরনা। তুম রক্ষক কাহু কো ডরনা।।২২।।

আপনার নাম স্মরণকারী সর্বপ্রকার সুখ লাভ করেন। যে আপনাকে নিত্য স্মরণ করে, তার কোন বিঘ্ন থাকে না।।২২।।

আপন তেজ সম্হারো আপৈ। তীনোঁ লোক হাঁক তে কাঁপৈ।।২৩।।

আপনার তেজ আপনিই সহ্য করতে পারেন, সে শক্তি আপনারই আছে, আপনার গর্জনে ত্রিভুবন কাঁপে।।২৩।।

ভূত পিশাচ নিকট নহি আবৈ। মহাবীর জব নাম সুনাবৈ।।২৪।।

যে আপনার মহাবীর নাম জপ করে, তার কাছে ভূত-পিশাচ কেউ আসতে ও অনিষ্ট করতে পারে না।।২৪।।

নাসৈ রোগ হরৈ সব পীরা। জপত নিরন্তর হনুমত বীরা।।২৫।।

নামে সমস্ত রোগ ব্যাধি দূর হয়। আপনার মঙ্গলময় নামে সমস্ত অমঙ্গল

কাঁপে।।২৩।।

ভূত পিশাচ নিকট নহি আবৈ। মহাবীর জব নাম সুনাবৈ।।২৪।।

যে আপনার মহাবীর নাম জপ করে, তার কাছে ভূত-পিশাচ কেউ আসতে ও অনিষ্ট করতে পারে না।।২৪।।

নাসে রোগ হরে সব পীরা। জপত নিরন্তর হনুমত বীরা।।২৫।।

হে হনুমন্ত বীর। আপনার নামে সমস্ত রোগ ব্যাধি দূর হয়। আপনার মঙ্গলময় নামে সমস্ত অমঙ্গল দূর হয়।।২৫।।

সঙ্কট তেঁ হনুমান ছুড়াবৈ। মন ক্রম বচন ধ্যান জো লাবৈ।।২৬।।

নিঃসংশয়ে থেকে যে আপনার নাম জপ করে। তার সকল প্রকার রোগ-শোক দুঃখ দূর হয়।।২৬।।

সব পর রাম তপস্বী রাজা। তিন কে কাজ সকল তুম সাজা।।২৭।।

শ্রীরামচন্দ্র সর্বশ্রেষ্ঠ তবস্বী ও রাজা। আপনি তাঁর সমস্ত কাজ সম্পন্ন করেছেন।।২৭।।

ঔর মনোরথ জো কোই লাবৈ। সোই অমিত জীবন ফল পাবৈ।।২৮।।

আপনার সেবক বা উপাসক মনে মনে কোন আশা করলে আপনার কৃপায় তার অভিলাষ পূর্ণ হয়। সবার কামনা বাসনা আপনিই পূর্ণ করতে পারেন।।২৮।।

চারোঁ যুগ পরতাপ তুম্হারা। হৈ পরসিদ্ধ জগত উজিয়ারা।।২৯।।

চারিযুগে আপনার যশোগান বিদ্যমান আছে। নিখিল বিশ্বে আপনার কীর্তি উজ্জ্বল হয়ে আছে। তাই সারা ব্রহ্মাণ্ড আপনার উপাসক।।২৯।।

সাধু সন্ত কে তুম রখবারে। অসুর নিকন্দন রাম দুলারে।।৩০।।

হে মহাবীর, আপনি সাধু ও ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের রক্ষা করেন। অসুর আচরণকারীদের আপনি বিনাশ করেন এবং সংসারকে রক্ষা করে থাকেন।।৩০।।

অষ্ট সিদ্ধি নৌ নিধি কে দাতা। অস বর দীন জনকী মাতা।।৩১।।

হে পবন নন্দন। মাতা জানকীর বরে আপনি অষ্টসিদ্ধি ও নববিধি লাভ করেছেন।।৩১।।

রাম রসায়ন তুম্‌হারে পাসা। সদা রহো রঘুপতি কে দাসা।।৩২।।

আপনার কাছেই রাম রসায়ন রূপ অমৃত আছে। সব সময়েই রামের দাস হয়ে বিরাজ করছেন।।৩২।।

তুম্‌হরে ভজন রাম কো ভাবৈ। জনম-জনম কে দুখ বিসরাবৈ।।৩৩।।

আপনার ভজনকারী শ্রীরামচন্দ্রের দর্শন লাভে সক্ষম হয়। সেই ভক্তের জন্ম জন্মান্তরের দুঃখরাশি দূর হয়।।৩৩।।

অন্তকাল রঘুবর পুর জাঈ। জহাঁ জন্ম হরি-ভক্ত কহাঈ।।৩৪।।

আপনার ভক্ত অন্তকালে শ্রীভগবানের শ্রীধামে যায়। মৃত্যুর পরেও সে হরিভক্ত হয়ে থাকে।।৩৪।।

ঔর দেবতা চিত্ত ন ধরঈ। হনুমত সেঈ সর্ব সুখ করঈ।।৩৫।।

হে হনুমন্ত জী! আপনার ভজনকারী সর্বসুখ লাভ করে। তার আর অন্যান্য দেবদেবীর আরাধনার দরকার হয় না, মনেও হয় না।।৩৫।।

সঙ্কট কটৈ মিটৈ সব পীরা। জো সুমিরৈ হনুমত বলবীরা।।৩৬।।

হে হনুমন্ত বলবীরের স্মরণ করে, তার সব সঙ্কট কাটে, সর্ব পীড়া দূর হয়। তার রোগ-ব্যাধি থাকে না।।৩৬।।

জৈ জৈ জৈ হনুমান গোসাঈঁ। কৃপা করহুঁ গুরুদেব কী নাঈ।।৩৭।।

হে ভক্তশ্রেষ্ঠ হনুমান গোঁসহি। আপনার জয় জয়কার হোক, গুরুর ন্যায় আপনার কৃপা বর্ষিত হোক, তাই আমি আপনার উপাসনা করি।।৩৭।।

জো শতবার পাঠ কর কোঈ। ছুটহি বন্দি মহা সুখ হোঈ।।৩৮।।

নিত্য শতবার আপনার চালিশা পাঠ করে, তার সংসার বন্ধন মোচন হয়ে

সঙ্কট কটে মিটে সব পীরা। জো সুমিরে হনুমত বলবীরা।।৩৬।।

হে হনুমন্ত বলবীরের স্মরণ করে, তার সব সঙ্কট কাটে, সর্ব পীড়া দূর হয়। তার রোগ-ব্যাধি থাকে না।।৩৬।।

হনুমান গোসাঁই। কৃপা করহু গুরুদেব কী নাঈ।।

হে ভক্তলোক হনুমান গোঁসাই। আপনার জয় জয়কার হোক, গুরুর ন্যায় আপনার কৃপা বর্ষিত হোক, তাই আমি আপনার উপাসনা করি।।৩৭।।

জো শতবার পাঠ কর কোঈ। ছুটহি বন্দি মহা সুখ হোঈ।।৩৮।।

যে, ভক্তি সহকারে নিত্য শতবার আপনার চালিশা পাঠ করে, তার সংসার বন্ধন মোচন হয়ে পরমানন্দ লাভ হয়।।৩৮।।

জো যহ পড়ে হনুমান চালীসা। হোয় সিদ্ধ সাখী গৌরীসা।।৩৯।।

স্বয়ং গৌরীপতি শিব আপনার এই মাহাত্ম্যপূর্ণ চালিশা রচনা করে গেছেন। এই চালিশা নিত্য পাঠ করলে সব কাজে সাফল্য লাভ হয়ে থাকে।।৩৯।।

তুলসীদাস সদা হরি চেরা। কীজে নাথ হৃদয় মহঁ ডেরা।।৪০।।

তুলসীদাস শ্রীরামের একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন শ্রীরামচন্দ্রের দাসানুদাস, আপনি রাম রঘুমণিসহ সর্বদা তাঁর হৃদয়ে উপবিষ্ট থাকুন।।৪০।।

দোহা

পবন তনয় সঙ্কট হরণ, মঙ্গল মূরতি রূপ। রাম লখন সীতা সহিত, হৃদয় বসহু সুর ভূপ।।

হে পবন তনয়, সঙ্কট হরণ, জগতের মঙ্গলময় রূপধারী! আপনি রাম লক্ষ্মণ সীতাসহ আমার হৃদয়ে বিরাজ করুন।।১৮।।

ইতি হনুমান চালীসা।

শ্রীশ্রীবজরঙ্গীস্তুতি

নাম তোমার মহাবীর পবন নন্দন। শ্রীরামের শ্রেষ্ঠ ভক্ত অতি বিচক্ষণ।। লম্ফ দিয়া পার হৈলে অকুল সাগর। সীতার সংবাদ দিলে রামের গোচর।। স্বর্ণলঙ্কা দগ্ধ কৈলে প্রবল প্রতাপে। বীরত্ব দেখিয়া সব নিশাচর কাঁপে।। লক্ষ্মণ পড়িল যবে রণে শক্তি শেলে। গন্ধমাদন আমি তাহারে বাঁচালে।। উদিত সূর্যেরে তুমি ভরি কুক্ষিতলে। পর্বত লইয়া মাথে এলে রণস্থলে।। শত আট নীলপদ্ম রামের আজ্ঞাতে। অনায়াসে এনে দিলে শ্রীরামের হাতে।। সেই পদ্মে রঘুবর পূজি ভবানীরে। রাবণ বধের বর লভেন সত্বরে।। পাতালেতে ছিল অহিরাবণ নন্দন। শ্রীরাম লক্ষ্মণে দুষ্ট করিল হরণ।।অহির বিনাশ করি শ্রীরামে বাঁচালে। পাতাল হইতে রামে উদ্ধারি আনিলে।। প্রবল প্রতাপ তব তুলনা যে নাই। দেব-নর-যক্ষ-রক্ষ বিস্মিত সবাই।। কাতর হইয়া প্রভু যে ডাকে তোমারে। ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ দাও তুমি তারে।। পিতা তুমি মাতা তুমি, তুমি বন্ধু ভ্রাতা। ত্রিজগত মধ্যে তুমি বুদ্ধি বল দাতা।। মহাপাপী অজ্ঞ মোরা অতি অভাজন। কৃপা করি রক্ষা কর অঞ্জনা নন্দন।।

—ইতি বজরঙ্গ স্তুতি—

একশ্লোকী রামায়ণ

আদৌ রাম তপোবনাদি গমনম্ হত্বা মৃগ কাঞ্চনম্। বৈদেহী হরণং জটায়ু মরণং সুগ্রীব সম্ভাষণম্।।
বালী নির্দলনং সমুদ্র তরণং লঙ্কাপুরীদাহনম্। পশ্চাদ্রাবন কুম্ভকর্ণ হননং এতাদ্বিরামায়নম্।।

শ্রীশ্রীরামচন্দ্রের ধ্যান

একশ্লোকী রামায়ণ

আদৌ রাম তপোবনাদি গমনম্ হত্বা মৃগ কাঞ্চনম্। বৈদেহী হরণং জটায়ু মরণং সুগ্রীব সম্ভাষণম্।।
বালী নির্দলনং সমুদ্র তরণং লঙ্কাপুরীদাহনম্। পশ্চাদ্রাবন কুম্ভকর্ণ হননং এতাদ্বিরামায়নম্।।

শ্রীশ্রীরামচন্দ্রের ধ্যান

কোমলাঙ্গং বিশালাক্ষ মিন্দ্রনীল সমপ্রভম্। পীতাম্বরং ধরং ধ্যায়েৎ রামং সীতা সমন্বিতম।। দক্ষিণাংকে দশরথং পুত্রাবেক্ষণ তৎপরম্। পৃষ্ঠতো লক্ষ্মণং দেবং যচ্ছতং কনকপ্রভম্।। পার্শ্বে ভরতশত্রুঘ্নৌ তালবৃন্ত করাবুভৌ। মগ্রে ব্যগ্রং হনুমন্তং রামানুগ্রহ কাঙ্ক্ষিনম্।।

শ্রীশ্রীরামচন্দ্রের প্রণাম

রামায় রামচন্দ্রায় রামভদ্রায় বেধসে। রঘুনাথায় নাথায় সীতায়া পতয়ে নমঃ। দক্ষিণে লক্ষ্মনো ধন্বী বামতো জানকী শুভা। পুরতো মারুতির্যস্য ত্বং নমামি রঘুত্তমম্।।

শ্রীশ্রীরামাবতার

প্রকাশ হলেন কৃপাময়, জীবনদশন, কৌশল্যাহিতকারী। হরষিত ত্রিভুবন, মুনিঋষি দেবগণ, অদ্ভুত রূপ নেহারি।। লোচন অভিরাম তনু ঘনশ্যাম, আপন আয়ুধ ভুজধারী। বনমালা ভূষণ, বিশাল নয়ন, অপরূপ শোভা খর ধ্বংসকারী।। দুটি করযুক্ত করি, তব স্তুতি নতি করি, দয়া কর ওহে দয়াময়। বেদ পুরাণেতে কয়, জ্ঞানাতীত গুণময়, তব গুণ কে বর্ণিতে পারে। আমি অতি তুচ্ছ নর, তুমি দেব বিশ্বম্ভর, পরিব্যাপ্ত বিশ্ব চরাচরে।। করুণা সুখ সাগর, হে সর্ব গুণাকর, শ্রুতি স্মৃতি সীমা দিতে নারে।। পূর্ণ ব্রহ্ম

নারায়ণ, তুমি নিত্য নিরঞ্জন সকলেই জানে ত্রিভুবন। শ্রীপাদপদ্মেতে তব, নমি আমি শত শত কৃপা কর এই দিন জনে।। এ ব্রহ্মাণ্ড নিরমিয়, প্রতি রোমকূপে মায়া, চারবেদ এই কথা কহে। অজ্ঞান অবোধ জনে, এই কথা নাহি জানে, ধীর মতি স্থির হয়ে রহে।। অল্প মাত্র মোর জ্ঞান, কি কহিব গুণগান, তব নাম অমৃত সমান। ব্রহ্মা আদি দেবগণ, আর মুনিঋষিগণ, সদা করে তোমার ধেয়ান।। পঞ্চমুখে পঞ্চানন, করেন তব কীর্তন, আনন্দে উন্মত্ত হয়ে নাচে। যে লীলা করিলে তুমি, তাহা কি বর্ণিব আমি, অবতরি ধরণীর মাঝে।। শুন সব সাধুজনা, বৃথা কাল কাটায়ো না, একমনে ডাক ভাই তাঁরে। এই চরিত্র যেবা গায়, হরিপদ সেই পায়, মুক্তি পায় এ ভব সংসারে।।

—ইতি শ্রীশ্রীরামাবতার স্তোত্র সমাপ্ত—

শ্রীরাম স্তোত্র

জয় জয় রঘুনাথ কমল লোচন। কৌশল্যা নয়নমণি দশরথ নন্দন।। বিশ্বামিত্র মুনি যজ্ঞ করিবার ছলে। তাড়কারে বধ কৈলে তুমি বাল্যকালে।। অহল্যা পাষাণ মূর্তি তুমি উদ্ধারিলে। হরধণু ভঙ্গ করি সীতারে লভিলে।। চরণ স্পর্শেতে স্বর্ণ হলো কাষ্ঠ তরি। পরশুরামের তুমি দর্প চূর্ণকারী।। আচণ্ডালে প্রেম দিতে শিখাবার তরে। গুহক চণ্ডালে কোল দিলে প্রেমভরে।। পিতৃসত্য পালিবারে বনে গেলে

বনের বানর সাথে করিলে মিতালি।। কত দুষ্ট নিশাচর করিয়া নিধন। বাঁচাইলে বনবাসী মুনি ঋষিগণ।। জানকীরে দশানন করিল হরণ। উদ্ধার করিতে তুমি করিলে গমন।। গাছ ও পাথর দিয়া সাগর

শ্রীরাম স্তোত্র

জয় জয় রঘুনাথ কমল লোচন। কৌশল্যা নয়নমণি দশরথ নন্দন।। বিশ্বামিত্র মুনি যজ্ঞ করিবার ছলে। তাড়কারে বধ কৈলে তুমি বাল্যকালে।। অহল্যা পাষাণ মূর্তি তুমি উদ্ধারিলে। হরধণু ভঙ্গ করি সীতারে লভিলে।। চরণ স্পর্শেতে স্বর্ণ হলো কাষ্ঠ তরি। পরশুরামের তুমি দর্প চূর্ণকারী।। আচণ্ডালে প্রেম দিতে শিখাবার তরে। গুহক চণ্ডালে কোল দিলে প্রেমভরে।। পিতৃসত্য পালিবারে বনে গেলে

[illegible] বনের বানর সাথে করিলে মিতালি।। কত দুষ্ট নিশাচর করিয়া নিধন। বাচাইলে বনবাসী মুনি ঋষিগণ।। জানকীরে দশানন করিল হরণ। উদ্ধার করিতে তুমি করিলে গমন।। গাছ ও পাথর দিয়া সাগর বাঁধিলে। বানর সৈনিক লয়ে লঙ্কা প্রবেশিলে।। অতঃপর রক্ষ কূল করিয়া সংহার। জনকীরে তুমি প্রভু করিলে উদ্ধার।। পূর্ণব্রহ্ম তুমি প্রভু অগতির গতি। তোমার মহিমা গাহি কি আছে শকতি।। দেব ঋষি মুনি অন্ত নাহি পায় যার। বর্ণিতে তাঁহার লীলা কি সাধ্য আমার।। কিছুমাত্র জানে তার দেব পঞ্চানন। পঞ্চমুখে রাম নাম করে উচ্চারণ।। তোমার নিকটে প্রভু এই নিবেদন। অন্তকালে পাই যেন ও রাঙা চরণ।। তব নাম নিতে নিতে দেহ যেন যায়। এই ভিক্ষা তব পদে ওহে দয়াময়।। শ্রীমচন্দ্র স্তুতি সমাপ্ত এইখানে। দীনহীন শক্তিপদ আনন্দেতে ভণে।।

—ইতি শ্রীরাম স্তুতি সমাপ্ত—

শ্রীরাম স্তোত্র

জয় জয় রঘুনাথ কমল লোচন। কৌশল্যা নয়নমণি দশরথ নন্দন।। বিশ্বামিত্র মুনি যজ্ঞ করিবার ছলে। তাড়কারে বধ কৈলে তুমি বাল্যকালে।। অহল্যা পাষাণ মূর্তি তুমি উদ্ধারিলে। হরধণু ভঙ্গ করি সীতারে লভিলে।। চরণ স্পর্শেতে স্বর্ণ হলো কাষ্ঠ তরি। পরশুরামের তুমি দর্প চূর্ণকারী।। আচণ্ডালে প্রেম দিতে শিখাবার তরে। গুহক চণ্ডালে কোল দিলে প্রেমভরে।। পিতৃসত্য পালিবারে বনে গেলে চলে। বনের বানর সাথে করিলে মিতালি।। কত দুষ্ট নিশাচর করিয়া নিধন। বাঁচাইলে বনবাসী মুনি ঋষিগণ।। জানকীরে দশানন করিল হরণ। উদ্ধার করিতে তুমি করিলে গমন।। গাছ ও পাথর দিয়া সাগর বাঁধিলে। বানর সৈনিক লয়ে লঙ্কা প্রবেশিলে।। অতঃপর রক্ষ কূল করিয়া সংহার। জনকীরে তুমি প্রভু করিলে উদ্ধার।। পূর্ণব্রহ্ম তুমি প্রভু অগতির গতি। তোমার মহিমা গাহি কি আছে শকতি।। দেব ঋষি মুনি অন্ত নাহি পায় যার। বর্ণিতে তাঁহার লীলা কি সাধ্য আমার।। কিছুমাত্র জানে তার দেব পঞ্চানন। পঞ্চমুখে রাম নাম করে উচ্চারণ।। তোমার নিকটে প্রভু এই নিবেদন। অন্তকালে পাই যেন ও রাঙা চরণ।। তব নাম নিতে নিতে দেহ যেন যায়। এই ভিক্ষা তব পদে ওহে দয়াময়।। শ্রীমচন্দ্র স্তুতি সমাপ্ত এইখানে। দীনহীন শক্তিপদ আনন্দেতে ভণে।।

—ইতি শ্রীরাম স্তুতি সমাপ্ত—

जय श्री राम

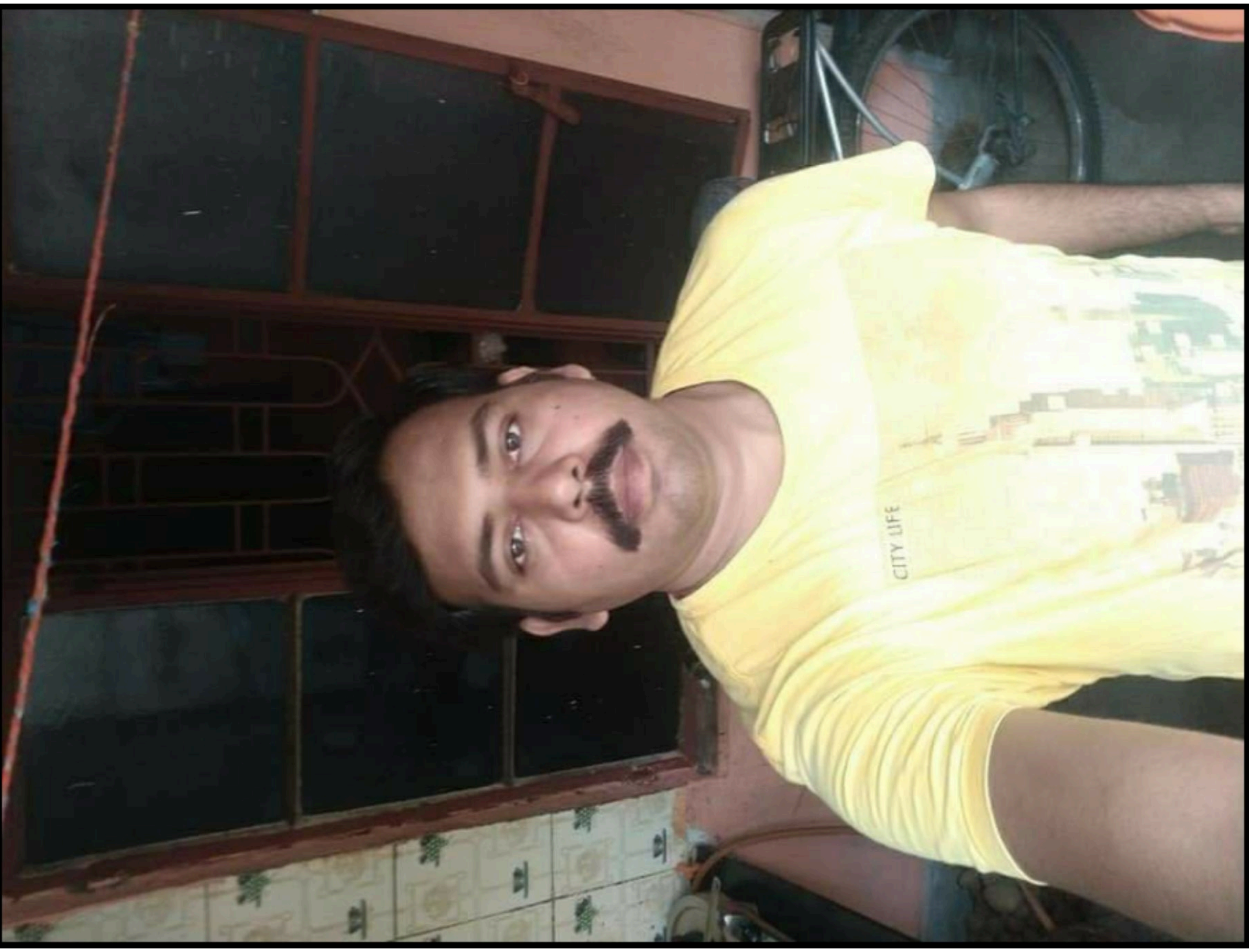
CITY LIFE